ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১২ সংখ্যা : ৪৬
এপ্রিল-জুন : ২০১৬

ইসলামী শরীআহর আলোকে ড্রাইভিং : একটি পর্যালোচনা

শহীদুল ইসলাম*
নাজিদ সালমান**

Driving in the Light of Islamic Sharī'ah : an Analysis

ABSTRACT

Vehicle is an imperative part of modern civilization. Driving is an inseparable part of it. A driver plays key role in this regard. A separate department together with relevant laws, called as traffic laws, has been established to control vehicle drivers. Traffic laws of different countries of the world have provisions which clearly describe driver's required qualifications, skill, professionalism and duties. This is because, driving is a job which is directly connected to human life. One of the main objectives of Islamic Sharī'ah is to protect human lives. For this, Islam has declared necessary rules and regulations to ensure protection and safety of human lives. Islam has set necessary guidelines, principles and laws for driving vehicles in roads, water-vehicles in seas and air-vehicles on airways. It is a crucial demand of time to modify existing traffic laws in the light of relevant provisions in Islam. Against this backdrop, this article presents and discusses views of Islamic Sharī'ah on vehicle driving, driver's qualifications, duties and responsibilities as well as safe roads, traffic laws, characteristics of vehicles and compensation for road accidents etcetera. The article has been prepared following descriptive and deductive methods. Descriptive method has been applied in discussing relevant Sharī'ah rules, while deductive method for presenting means of application of related Sharī'ah rules in this regard. The article facilitates understanding of Sharī'ah rules related to vehicle driving and necessary outlines for avoiding road accidents.

Keywords: *driving; traffic law; Sharī'ah & driving; road accidents; driver.*

* ডিইডি, বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার।
** মুহাদ্দিস, মারকাযুল কুরআন, আশরাফাবাদ, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা।

সারসংক্ষেপ

যানবাহন আধুনিক সভ্যতার একটি অপরিহার্য অংশ। এর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ যানবাহন পরিচালনা। ড্রাইভার বা চালক এ ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। তাই যানবাহন চালকদের নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে গড়ে ওঠেছে স্বতন্ত্র বিভাগ ও নিজস্ব আইন, যাকে আমরা ট্রাফিক আইন হিসেবে জানি। বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ট্রাফিক আইনে যানবাহন চালক বা ড্রাইভারের যোগ্যতা, দক্ষতা, পেশাদারিত্ব ও তার কর্তব্য বিষয়ে সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে। কেননা বিষয়টি সরাসরি মানুষের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত। ইসলামী শরীআহর অন্যতম উদ্দেশ্য হল 'হিফযুন নাফ্স্' (حِفْظُ النَّفْس) বা জীবন সংরক্ষণ। এ কারণে ইসলাম জীবন সংরক্ষণ ও জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান প্রণয়ন করেছে। সড়ক, নৌ ও আকাশ পথে চালিত বিভিন্ন যানবাহন এবং অন্যান্য যান্ত্রিক পরিবহন পরিচালনার ক্ষেত্রেও ইসলাম প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও বিধান নির্ধারণ করেছে। ইসলাম প্রদত্ত এ সব বিধানের আলোকে সমসাময়িক ড্রাইভিং সংক্রান্ত বিধি-বিধান নিরূপণ করা সময়ের অনিবার্য দাবি। এ প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে ইসলামী শরীয়ার আলোকে যানবাহন ড্রাইভিং, ড্রাইভার বা যান-চালকের যোগ্যতা, দায়িত্ব-কর্তব্য, নিরাপদ সড়ক, ট্রাফিক আইন, যানবাহন তথা গাড়ির বৈশিষ্ট্য এবং দুর্ঘটনার দায় ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক (Descriptive Method) ও অবরোহ পদ্ধতি (Deductive Method) অনুসরণ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শরয়ী বিধান আলোচনার ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক পদ্ধতি এবং শরীআহ নির্ধারিত বিধানের বাস্তব অনুশীলনের পদ্ধতি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে অবরোহ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রবন্ধটির মাধ্যমে যানবাহন চালনা সংক্রান্ত শরয়ী বিধান অবগত হওয়ার পাশাপাশি দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য করণীয় বিষয়ে নির্দেশনা পাওয়া যাবে।

মূলশব্দ: ড্রাইভিং; ট্রাফিক আইন; শরী'আহ ও ড্রাইভিং; সড়ক দুর্ঘটনা; ড্রাইভার।

ভূমিকা

জীবনের সকল ক্ষেত্রে দ্রুত পরিবর্তনকে সামনে রেখে এবং যোগাযোগ ও চলাচলের ক্ষেত্রে পুরোনো অনেক পন্থা অচল হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতে ইসলামী ফিকহের দৃষ্টিকোণ থেকে ড্রাইভিং-এর মত আধুনিক বিষয়ের আলোচনা এবং এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধি-বিধান নিরূপণ করা জরুরী হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন কারণে ড্রাইভিং বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুষঙ্গ। বর্তমানে যন্ত্রচালিত বাহন মানুষের যাতায়াতের প্রধান মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। এর জনপ্রিয়তা ও সহজলভ্যতার কারণে যোগাযোগের অন্যান্য মাধ্যম এখন অচল হতে বসেছে। বিজ্ঞানের উৎকর্ষের ফলে প্রতিনিয়তই এক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটছে। তবে প্রযুক্তির উৎকর্ষ ও সম্প্রসারণের সাথে সাথে এর ঝুঁকিও বৃদ্ধি পাচ্ছে সমান গতিতে। প্রতিদিনই বিভিন্ন দুর্ঘটনা ও ড্রাইভিং সংক্রান্ত নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন সংশ্লিষ্ট সকল মহল। যার শরয়ী বিধান উদ্ভাবিত হওয়া প্রয়োজন।

ইসলামে মানবতার কল্যাণ ও জীবনঘনিষ্ঠ সব বিষয়ে বিধি-বিধান রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় মানুষের চলাচল ও জনপথ সংশ্লিষ্ট সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ের বিধানের ক্ষেত্রেও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এগুলো সম্পর্কে সরাসরি কুরআন-সুন্নাহে নির্দেশনা এসেছে এবং ইসলামী ফিকহের গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা বিধৃত হয়েছে। মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের গুণাবলি বর্ণনায় তাদের চলাচলের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বলেন:

﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا﴾

"রহমানের বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে বিনম্রভাবে চলাচল করে এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে তখন তারা বলে সালাম।"[১]

লুকমান আ. তাঁর পুত্রকে দেয়া উপদেশের মধ্যে চলাচলের পদ্ধতিও শিক্ষা দিয়েছিলেন। মহান আল্লাহ উক্ত উপদেশ উল্লেখ করেছেন:

﴿ وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ – وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. ﴾

"পৃথিবীতে ঔদ্ধত্যসহকারে বিচরণ করো না; নিশ্চয় আল্লাহ কোন উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না। চলাচলে সংযত হও এবং তোমার কণ্ঠস্বর নীচু করো, নিশ্চয় গাধার আওয়াজই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর আওয়াজ।"[২]

এ ব্যাপারে আল্লাহর সরাসরি নির্দেশ:

﴿ وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولا – كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا. ﴾

"ভূপৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ করো না, তুমি তো কখনই ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় কখনই পর্বত সমান হতে পারবে না; এগুলোর মধ্যে যেগুলো মন্দ সেগুলো তোমার প্রতিপালকের নিকট ঘৃণ্য।"[৩]

মহানবী স. রাস্তার হক ও চলাচলের শিষ্টাচার বর্ণনায় বলেছেন:

إياكم والجلوس في الطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا بد إنما هي مجالسنا نتحدث فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها قالوا وما حق الطريق قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

"তোমরা রাস্তায় বসা থেকে বিরত থাক। তাঁরা (সাহাবা কিরাম) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ ছাড়া আমাদের কোন উপায় নেই। কেননা এটাই আমাদের

১. আল-কুরআন, ২৫ : ৬৩
২. আল-কুরআন, ৩১ : ১৮-১৯
৩. আল-কুরআন, ১৭ : ৩৭-৩৮

বসার জায়গা, যেখানে আমরা কথাবার্তা বলে থাকি। তখন রাসূলুল্লাহ স. বললেন, বসা ছাড়া তোমাদের যেহেতু গত্যন্তর নেই সেহেতু তোমরা রাস্তার হক আদায় কর। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, রাস্তার হক কী? তিনি বললেন, দৃষ্টি অবনত রাখা, কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ, সালামের প্রতিউত্তর, সৎকর্মের আদেশ ও অসৎকর্মের নিষেধাজ্ঞা প্রদান।"[৪]

এই সামগ্রিক নির্দেশনার ভিত্তিতে ইসলামী আইনে ড্রাইভিং সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং ফকীহগণ তাদের গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে সেগুলো আলোচনা করেছেন।

ড্রাইভিং এর প্রয়োজনীয় উপাদান

ড্রাইভিং এর কয়েকটি প্রয়োজনীয় উপাদান রয়েছে। বিশেষজ্ঞগণের দৃষ্টিতে এগুলোর সমন্বিত রূপই ড্রাইভিং। নিম্নে ড্রাইভিং-এর প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা হলো:

নিরাপদ সড়ক

নিরাপদ সড়ক ছাড়া ড্রাইভিং অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এর অভাবে দুর্ঘটনা বৃদ্ধি পায়। ইসলামের দৃষ্টিতে, রাস্তা সকল মানুষের সম্মিলিত ভোগের বস্তু। সুতরাং প্রত্যেকের অধিকার রয়েছে রাস্তায় চলাচল করা এবং দাঁড়ানোর। প্রত্যেকের অধিকার রয়েছে রাস্তা সংশ্লিষ্ট সকল উপকার গ্রহণ করার, তা নিজ জন্তু বা গাড়ির মাধ্যমে হোক। তবে শর্ত হল, যে ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব সে ক্ষতি এড়িয়ে যাওয়া এবং সে ক্ষতি সংঘটনের আশংকামুক্ত থাকা। এ ব্যাপারে মূলনীতি হলো:

الْمُرُوْرُ فِي الطَّرِيْقِ مُبَاحٌ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ فِيْمَا يُمْكِنُ الاِحْتِرَازُ عَنْهُ

"ক্ষতিসমূহ থেকে যথাসম্ভব নিরাপদে বেঁচে থাকার শর্তে রাস্তায় চলাচল করা বৈধ।"

একাধিক ফকীহ এ শব্দে কায়িদাটি উল্লেখ করেছেন। আর কোন কোন ফকীহ এর মর্মার্থ উল্লেখ করেছেন।[৫] সুতরাং বিষয়ের বিচারে সকল ফকীহ এ কায়িদার ব্যাপারে একমত।

৪. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আল-জামি' আসসাহীহ* (দামিশক: দারু ইবন কাছীর, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪১০হি.), কিতাবুল মাজালিম ওয়াল গাসব, বাবু আফনিয়্যাতুদ দুরি ওয়াজ জুলুস ফীহা, হাদীস নং ২২৯৭; মুসলিম বিন আল-হাজ্জাজ, *আসসহীহ* (বৈরূত: দারুল মা'রিফা, ৩য় প্রকাশ, ১৪১৭হি.), কিতাবুল লিবাস ওয়ায যিনাহ, বাবুন নাহী আনিজ জুলুস ফীত তারিকাত, হাদীস নং ২১২১

৫. মুহাম্মদ আমীন ইবনু আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার* (কায়রো: মাকতাবাতু মুস্তাফা আল-বাবী আল-হালবী, ২য় প্রকাশ, ১৩৮৬হি.), খ. ৬, পৃ. ৬০২; মুহাম্মদ বিন আহমদ আর-রমালী, *নিহায়াতুল মুহতাজ* (কায়রো: মাকতাবাতু মুস্তাফা আল-বাবী আল-হালবী, ১৩৮৬হি.), খ. ৫, পৃ. ৩৪২; ইবনু কুদামা, *আল মুগনী* (কায়রো: দারুল হিজরাহ, ২য় প্রকাশ,

পূর্বেই রাস্তার হক সংক্রান্ত হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে, যা থেকে রাস্তার নিরাপত্তার অপরিহার্যতা ফুটে ওঠে।

নিরাপদ সড়কের ব্যাপারে মহানবী স.-এর নিম্নোক্ত বাণী উল্লেখযোগ্য:

مَنْ أَوْقَفَ دَابَّةً فِيْ سَبِيْلٍ مِّنْ سُبُلِ الْمُسْلِمِيْنَ أَوْ فِيْ سُوْقٍ مِّنْ أَسْوَاقِهِمْ، فَأَوْطَأَتْ بِيَدٍ أَوْ رِجْلٍ، فَهُوَ ضَامِنٌ.

"মুসলমানদের কোন পথে বা কোন বাজারে যদি কেউ কোন জন্তু দাঁড় করিয়ে রাখে, এরপর জন্তুটি যদি সামনের বা পেছনের পা দিয়ে কোন কিছু মাড়ায়, তাহলে মালিক ক্ষতিপূরণ দেবে"[৬]।

এ বিষয়টি মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা-র ধারা ৯৩২-এ স্পষ্টভাবে আলোচিত হয়েছে।

لكل أحد حق المرور في الطريق العام مع حيوانه أيضا، فلذلك لا يضمن المار راكبا على حيوانه في الطريق العام الضرر والخسارة الذين لا يمكن التحرز عنهما.

"সর্বসাধারণের চলাচলের পথে প্রত্যেকের নিজ জন্তুসহ চলাফেরার অধিকার রয়েছে। এ কারণে চলাচলকারী ব্যক্তি নিজ বাহনে আরোহী অবস্থায় সে ক্ষতি ও দুর্ঘটনার দায়ভার নেবে না, যে ক্ষতি ও দুর্ঘটনা থেকে তার পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব ছিল না"[৭]।

দ্বিতীয় খলীফা উমর রা. বলতেন, আমার ধারণা যদি ফুরাতের তীরে কোন ছাগী পথ হারিয়ে মারা যায়, তবে আল্লাহ আমাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন।[৮]

ত্রুটিমুক্ত গাড়ি

নিরাপদ ড্রাইভিং এর জন্য ত্রুটিমুক্ত গাড়ি প্রয়োজন। কেননা গাড়িতে ত্রুটি থাকলে যে কোন সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এ জন্য ড্রাইভিং এর পূর্বে ভালভাবে গাড়ির ত্রুটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রয়োজন। গাড়ির ত্রুটির কারণে কোন দুর্ঘটনা ঘটলে তার দায় ড্রাইভারকে বহন করতে হবে। প্রতিটি দেশের ট্রাফিক আইন ও নির্দেশনায় রাস্তায় চলাচলের উপযুক্ত গাড়ির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়।

১৪১০হি.), খ. ৮, পৃ. ১৬১; আলী হায়দার, *দুরারুল হুক্কাম শরহু মাজাল্লাতুল আহকাম* (বৈরূত: দারুল জাইল, ১৪১১হি.), খ. ১, পৃ. ৬৩৯, (ধারা ৯৩২)

৬. আলী বিন উমর আদদারাকুতনী, *সুনান আদ্‌দারাকুতনী* (কায়রো: দারুল মাহাসিন, ১৩৮৬হি.), খ. ৩, পৃ. ১৭৯। এ হাদীছের বর্ণনাকারীদের একজন হল সারিয়ু বিন ইসমাঈল আল হামদানী। তার বর্ণনা পরিত্যাগযোগ্য। (ইবনু হাজার, তাহযীবুত তাহযীব, খ. ৩, পৃ. ৪৫৯) তবে শরয়ী নীতিমালা এ বিষয়টিকে সমর্থন করে। সামনে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৭. হায়দার, *দুরারুল হুক্কাম*, খ. ২, পৃ. ৬৩৯; ইবন আবিদীন, *রদ্দুল মুহতার*, খ. ৬, পৃ. ৬০৪; ড. ফাওযী ফয়যুল্লাহ, *নাযারিয়্যাতুয যামান ফীল ফিকহিল ইসলামী* (কুয়েত: দারুত তুরাছ, ২য় প্রকাশ, ১৪০৬হি.), পৃ. ১৭৯

৮. আবূ নু'আইম, *হিলইয়াতুল আউলিয়া* (বৈরূত: দারুল কিতাবিল আরাবী, ৫ম সংস্করণ, ১৪০৭হি.), খ. ১, পৃ. ৫৩; ইবন সা'দ, *আততাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৩, পৃ. ৩০৫

পূর্ণাঙ্গ ট্রাফিক আইন

একটি পূর্ণাঙ্গ ট্রাফিক আইন ড্রাইভিং এর মূলভিত্তি। এ আইনের কোন ধারা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক না হলে তা পালন করা অবশ্য কর্তব্য। এ ব্যাপারে মাজমাউল ফিকহিল ইসলামীর সিদ্ধান্ত (৭৫/২/ঘ:৮):

"সড়ক আইনের যে বিষয়গুলো ইসলামী শরীআহর সাথে সাংঘর্ষিক নয়, সে বিষয়গুলো মেনে চলা আবশ্যক। কেননা এ আইন মেনে চলা শাসকের সামগ্রিক আনুগত্যের অন্তর্ভুক্ত। এর ভিত্তি হল মাসালিহে মুরসালাহ[৯]। এ আইন শরীআহে অপরাধ প্রতিরোধের যে মূল ধারা ও উপধারা রয়েছে তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে। যা জনসাধারণের কল্যাণের বিবেচনায় আইনের এ অধ্যায়ে প্রয়োগ করা সম্ভব। এর অন্যতম একটি হল আর্থিক দণ্ড। যে ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন করবে তার ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ করা যেতে পারে, যেন সড়ক ও মহাসড়কে যে সব চালক সবাইকে বিপদের মুখোমুখি করে তারা নিবৃত্ত হয়।"[১০]

ড্রাইভিং এর জন্য প্রশিক্ষণ ও লাইসেন্স গ্রহণ এ আইনের একটি অংশ।

ড্রাইভারের দায়িত্ব ও কর্তব্য

ইসলামী শরী'আহর আলোকে ড্রাইভারের প্রধান দায়িত্ব ট্রাফিক আইন মানা। কেননা সরকার ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণার্থে এবং জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানে এ আইন প্রণয়ন করেছে। এ প্রসংগে ট্রাফিক আইন মানা শাসকের নির্দেশ মান্যকরণের আওতাভুক্ত।[১১]

শাসকের অনুসরণের অপরিহার্যতা শরীয়তের উৎস ও বিধিবিধানের মূলসূত্র আল-কুরআনুল কারীম থেকে প্রমাণিত। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم.﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রাসূলের এবং তাদের তোমাদের মধ্যে যারা ক্ষমতার অধিকারী।[১২]

---

৯. মাসালিহ মুরসালাহ বলা হয় ঐসব বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলিকে, যা শারী'আত প্রণেতার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, কিন্তু তা গ্রহণ বা পরিত্যাগ করার পক্ষে-বিপক্ষে কোনো দলীল নেই। অথচ তা বিবেচনায় এনে কোনো বিধান প্রণয়ন করলে মানুষের কল্যাণ সাধিত অথবা অকল্যাণ দূরীভূত হয়। দ্রষ্টব্য: মুহাম্মদ রুহুল আমিন, *ইসলামী আইনের উৎস* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০১৩খ্রি.), পৃ. ১৫০

১০. শাবাব (সাময়িকী), সংখ্যা. ১৩, যুলহিজ্জাহ, ১৪২০ হি.।

১১. ওহাবাহ আল-যুহাইলী, *আল ফিকহুল ইসলামী ও আদিল্লাতুহু* (দামিশক: দারুল ফিকর, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৯হি.), খ. ৬, পৃ. ৭০৪

১২. আল-কুরআন, ০৪ : ৫৯

কাযী ইবনুল আরাবী (৪৬৮-৫৫৩হি. বলেন, আনুগত্যের সারকথা হল নির্দেশ পালন করা। যেভাবে অবাধ্যতার সারকথা হল নির্দেশ অমান্য করা। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, আমার মতে আয়াতের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা হল 'উলিল আমর' দ্বারা উদ্দেশ্য শাসকবৃন্দ ও আলিমসমাজ।[১৩]

এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, আয়াতে আল্লাহর আনুগত্য, রাসূলের আনুগত্যের সাথে উলূল আমরের আনুগত্যের মাঝে গভীর যোগসূত্র রয়েছে। রাসূলুল্লাহ স. এই গভীর যোগসূত্রকে সুস্পষ্ট করেছেন এই বলে:

من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني.

"যে আমার আনুগত্য করবে সে আল্লাহর আনুগত্য করল। আর যে আমার অবাধ্য হল সে আল্লাহর অবাধ্য হল। যে শাসকের অনুসরণ করল সে আমার আনুগত্য করল। আর যে শাসকের অবাধ্য হল সে আমার অবাধ্য হল।"[১৪]

অতএব, ড্রাইভারের উচিত, ড্রাইভিং এর সময় ট্রাফিক আইন যথাযথভাবে অনুসরণ করা ও যে কোন প্রকার ক্ষতি সাধন থেকে দূরে থাকা। দুটি ক্ষতির একটিকে গ্রহণ করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ালে অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতির বিষয়টি অবলম্বন করা।

ড্রাইভিং এর ক্ষেত্রে ট্রাফিক পুলিশের ভূমিকা

ট্রাফিক আইন মানার প্রথম দায়িত্বশীল ব্যক্তি হলেন চালক। মানুষের জানমাল রক্ষার্থে এবং সর্বসাধারণের কল্যাণার্থে শাসক যে আইন করেন তা মেনে চলতে তিনি সর্বাত্মক চেষ্টা চালাবেন। এর পাশাপাশি এ আইন সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করা ও নিরাপদ ড্রাইভিং এর ক্ষেত্রে ট্রাফিক পুলিশের কর্তব্য রয়েছে। আইনটি নিষ্ঠার সাথে প্রয়োগ করা পুলিশের নৈতিক ও সামাজিক কর্তব্য। তিনি মানুষের মাঝে কোন প্রকার বিভেদ ছাড়া, ব্যক্তি পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং উত্তম চারিত্রিক গুণাবলি ধারণ করে ট্রাফিক আইন প্রয়োগ করবেন। এ ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা ইসলামে মুহতাসিবের[১৫]

১৩. ইবনুল আরাবী, *আহকামুল কুরআন* (বৈরূত: দারুল মা'রিফা, সনবিহীন), খ. ১, পৃ. ৪৫১; আবূবকর আল-জাসসাস, *আহকামুল কুরআন* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, সনবিহীন), খ. ২, পৃ. ২৬৪; ইবন হাজর আল-আসকালানী, *ফাতহুল বারী* (কায়রো: দারুর রাইয়্যান, ২য় প্রকাশ, ১৪০৯হি.), খ. ১৩, পৃ. ১২০

১৪. ইমাম বুখারী, *আসসাহীহ*, আহকাম অধ্যায়, বাব হাদীস নং (৬৭১৮); মুসলিম, *আসসহীহ*, ইমারাত অধ্যায়, আল্লাহর নাফরমানী না হলে শাসকের আনুগত্য আবশ্যক, হাদীস নং (৪৭২৪)। উল্লিখিত হাদীসের শব্দ সহীহ মুসলিমের।

১৫. মুহতাসিব (المحتسب) অর্থ হিসবাহ কার্যক্রম পরিচালনাকারী। হিসবাহ বলা হয়, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের নীতিমালার ভিত্তিতে সমাজে চলমান শরীআহ তথা আইন

ভূমিকার ন্যায়। তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত বিষয়ে লোকদের উপর কোন কষ্ট চাপিয়ে দেবেন না। অপরদিকে নিজ কর্তব্য পালনে কোন শিথিলতা প্রদর্শন করবেন না।

ড্রাইভিং ও সড়ক দুর্ঘটনার দায়

সড়ক দুর্ঘটনার দায় আলোচনার পূর্বে এর কারণ ও ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে তার বিশ্লেষণ করা জরুরী বিধায় নিম্নে এ সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো:

দুর্ঘটনার কারণ

হৃদয়বিদারক সড়ক দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ ট্রাফিক আইনের লঙ্ঘন। এ কারণে অনেক মানুষের মৃত্যু ও সম্পদহানি ঘটে। নিম্নে সড়ক দুর্ঘটনার কারণসমূহ তুলে ধরা হলো:

১. মাত্রাহীন গতি

বাস্তবতা হল, ড্রাইভিং এর গতির একক কোন মাত্রা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। কারণ রাস্তা প্রশস্ত ও সংকীর্ণ হওয়ার বিবেচনায়, গাড়ির ভীড় থাকা ও না থাকার বিবেচনায় গতির মাত্রায় পরিবর্তন হয়। বরং এক গাড়ির সাথে অন্য গাড়ির গতির মাত্রায়ও পরিবর্তন হয়। অতএব, রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যদি কোন গতির মাত্রা নির্ধারণ করে দেয়া হলে সে গতিমাত্রায় গাড়ি চালানো আবশ্যক। আনাস রা.-এর সূত্রে বর্ণিত, নবী করীম স. বলেন:

التَّأَنِّيْ مِنَ اللهِ وَ الْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ

"ধীরস্থিরতা আল্লাহর পক্ষ থেকে আর তাড়াহুড়া শয়তানের পক্ষ থেকে।"[১৬]

ইবনুল কায়্যিম রহ. (৬৯১-৭৫১হি.) বলেন:

إنما كانت العجلة من الشيطان لأنها خفة وطيش وحدة في العبد تمنعه من التثبت والوقار والحلم وتوجب وضع الشئ في غير محله وتجلب الشرور وتمنع الخيور وهي متولدة بين خلقين مذمومين التفريط والاستعجال قبل الوقت.

"তাড়াহুড়া শয়তানের পক্ষ থেকে হওয়ার কারণ, তাড়াহুড়া হল চঞ্চলতা ও অস্থিরতা, যা ধীরস্থিরতা গাম্ভীর্য ও সহনশীলতার সাথে যে কোন কাজ সম্পন্ন

বিরোধী কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ এবং শরীআহভিত্তিক জীবনযাপনের দিকে প্রত্যাবর্তনের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত বিশেষ প্রশাসনিক কাঠামোকে। দ্রষ্টব্য: মুহাম্মদ রুহুল আমিন, "শরীআ আইনে ভ্রাম্যমাণ আদালতের নীতিমালা ও আল-হিসবাহ: একটি পর্যালোচনা", *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, বর্ষ ৫৫, সংখ্যা ২, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৫, পৃ. ৩১

১৬. বায়হাকী, *শুআবুল ঈমান*, খ. ৪. পৃ. ৮৯, হা. নং: ৪৩৬৭; সুয়ূতী আল জামিউস সগীর-এ হাদীসটিকে (৩৩৯০) যয়ীফ বলেছেন। তবে এ হাদীসের সমর্থনে বিভিন্ন হাদীস রয়েছে, যেগুলোর মাধ্যমে এ হাদীসটিকে দুর্বল না হওয়ার বিষয়টি সাব্যস্ত হয়। এ কারণে শায়খ আলবানী সহীহুল জামিউস সগীর (৩০১১)-এ হাদীসটির উল্লেখ করেছেন।

করতে মানুষকে বাধা দেয় এবং তা যে কোনো বস্তুকে অপাত্রে রাখতে বাধ্য করে। এটি বিভিন্ন ক্ষতি টেনে আনে ও কল্যাণ রোধ করে। এটি মূলত দুটি মন্দ স্বভাবের মিলনে জন্মলাভ করে: অতিমাত্রায় অবহেলা আর সময়ের পূর্বে কোন বিষয়ের তাড়া করা।"[১৭]

খতীব শীরবীনী (মৃ. ৯৭৭হি.) বলেন, কোচোয়ান এমন কাজ করবে না, যা করা তার জন্যে অস্বাভাবিক বলে গণ্য হবে। যেমন কাদার মাঝে তীব্র গতিতে গাড়ি চালানো। ড্রাইভার নিয়মের ব্যত্যয় করার কারণে যদি কারো ক্ষতি হয়, তবে ড্রাইভার ক্ষতিপূরণ দেবে। জনসমাবেশে তীব্র গতিতে গাড়ি হাঁকানো কাদার মাঝে তীব্রগতিতে গাড়ি চালানোর মতই।[১৮]

২. সিগন্যাল অমান্য করা

কোন সন্দেহ নেই, রাস্তায় সিগন্যাল রাখা হয় ক্রসিং পয়েন্টে রাস্তা পরিবর্তন করার সময় গাড়ি নিয়ন্ত্রণের জন্যেই। এই সিগন্যাল দেখে চালক বুঝবে, কখন সে চলবে আর কখন সে থেমে থাকবে। সিগন্যাল এড়িয়ে যাওয়া ট্রাফিক আইনের মারাত্মক লঙ্ঘন। কারণ সাধারণত সিগন্যাল অমান্য করা হয় অন্যদের চলা শুরু হওয়ার আগে দ্রুত অতিক্রম করার জন্যে। আর এ অবস্থাতে অন্যপাশ থেকে সবুজ সিগন্যাল পাওয়ার কারণে হঠাৎ কেউ বা কোন গাড়ি অতিক্রম করতে চাইলে অন্য পাশের মানুষ বা গাড়ি সংঘর্ষের সম্মুখীন হয়।

সিগনাল অমান্য করার বিষয়ে শায়খ ইবনু উছাইমীন রহ. বলেন, "সিগন্যাল অমান্য করা জায়েয নেই। শাসকশ্রেণী যদি কোন সংকেত নির্ধারণ করে চালককে থামতে বলে, আর কোন কোন সংকেত চালককে চলতে বলে, তাহলে এই সংকেতগুলো শাসকের পক্ষ থেকে মৌখিক নির্দেশের মত। যেন শাসক তাকে বলছে, চলো বা থেমে যাও। আর শাসকের নির্দেশ মানা আবশ্যক। অন্য লেনগুলো ফাঁকা থাকুক বা অন্য লেনে এমন কেউ থাকুক যার জন্যে লেন ফাঁকা রাখা দরকার, উভয় অবস্থায় বিধান অভিন্ন।[১৯]

৩. অননুমোদিত স্থানে গাড়ি দাঁড় করানো

দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ, অননুমোদিত স্থানে গাড়ি দাঁড় করানো, যার ফলে চলাচলের রাস্তা বন্ধ হয় অথবা অন্যের উপকার নষ্ট হয় অথবা কোন গাড়ির সামনে দাঁড়ানো,

[১৭]. আব্দুর রউফ আল-মানাভী, *ফায়যুল কাদীর* (বৈরূত: দারুল মা'রিফা, ২য় প্রকাশ, ১৩৯১হি.), খ. ৩, পৃ. ২৭৭

[১৮]. মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ খতীব শীরবীনী, *মুগনী আল মুহতাজ* (বৈরূত: দারুল মা'রিফা, ১৪১৮হি.), খ. ৪, পৃ. ২৭০-২৭১

[১৯]. ইবনু উছাইমীন, *ফাতাওয়া ও তাওজীহাত ফীল ইজাযাতি ওয়ার রিহলাত*, পৃ. ৮০

যার ফলে অন্য গাড়িটি বের হতে হলে তার সরে যাওয়ার অপেক্ষা করতে বাধ্য হয়। নি:সন্দেহে এমনটি করা বিধেয় নয়। পরিস্থিতি, বাস্তবতা ও কষ্টের বিবেচনায় এ আচরণের গোনাহে পার্থক্য হবে।

এ প্রসংগে লক্ষণীয়, হজ্জের সময়ে ভীড়ে অন্যদের কষ্ট না দেয়ার দিকে খেয়াল করে হাজরে আসওয়াদে চুম্বন না করে দূর থেকে ইশারা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অথচ বাইতুল্লাহ তাওয়াফের সুন্নত আমল এই চুম্বন। সুতরাং কোন অননুমোদিত বিষয়ে কীভাবে অন্যকে কষ্ট দেয়া জায়েয হতে পারে?

৪. অন্যান্য কারণ

দুর্ঘটনা ঘটার এছাড়া আরো কারণ রয়েছে, যেগুলো থেকে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। যেমন তন্দ্রা, খেলনার ছলে[২০] অবহেলার সাথে গাড়ি চালানো এবং গাড়ির ফিটনেসের প্রতি যত্ন না নেয়া, বিশেষত গাড়ির ব্রেক ইত্যাদি। এ সবগুলোর প্রত্যেকটিই নির্মম দুর্ঘটনা ঘটার কারণ হয়ে থাকে, যার ফলে বিপুল জানমালের ক্ষতি হয়। এ কারণগুলো সম্পর্কে সতর্ক থাকা চালকের কর্তব্য। এগুলো এড়িয়ে না চললে এর দায় ও গোনাহ চালককেই বহন করতে হবে, যেহেতু তার অবহেলা ও অমনোযোগিতার কারণেই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

ক্ষতির দায় বহন

ড্রাইভিং থেকে সৃষ্ট সড়ক দুর্ঘটনার দায় বহন সংক্রান্ত আলোচনার পূর্বে ইসলামের দৃষ্টিতে অন্যের ক্ষতি করার বিধান ও এ বিষয়ক মূলনীতি নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। মহান আল্লাহ মানব জাতিকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি বলেন:

﴿ وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَ حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلاً. ﴾

"আর আমি বনী আদমকে মর্যাদা দান করেছি এবং স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি এবং তাদেরকে উত্তম রিয্ক দিয়েছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি এমন অনেকের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি"।[২১]

এ আয়াতে বর্ণিত মানুষকে সম্মানিত করার অর্থ হলো, মানুষের জন্যে আল্লাহ এমন বিধান দিয়েছেন, যা তার জীবন ও প্রাণ রক্ষা করবে। পাশাপাশি তার সম্পদ রক্ষা

[২০]. এর আরবী পরিভাষা তাফহীত (تفحيط)। এটি নবআবিস্কৃত বহুলপ্রচলিত একটি শব্দ। এর অর্থ গাড়িকে অবহেলা ভরে চালানো, যা বিকৃত মানসিকতাসম্পন্ন কোন কোন যুবক করে থাকে। ইঞ্জিনে এমনভাবে চাপ দিয়ে রাখে, যে কারণে গাড়ি দ্রুতগতিতে চলতে থাকে, আর গতি থাকে এ পর্যায়ে যে, সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। ফলে তা থেকে কর্কশ আওয়াজ বের হয় এবং মাটির সাথে তীব্রভাবে ঘর্ষণ খায় ও এটি তীব্রগতিতে অন্যান্য গাড়ির দিকে ছুটে যেতে থাকে।

[২১]. আল-কুরআন, ১৭ : ৭০

করবে, যেহেতু সম্পদ মানুষের জীবন নির্বাহের মাধ্যম। তদ্রূপ জীবন ও সম্পদে যে কোন অন্যায় হস্তক্ষেপকে অপরাধরূপে গণ্য করেছেন, যা আখেরাতে শাস্তি আর দুনিয়াতেও বিভিন্নপ্রকার সাজা ও ক্ষতিপূরণ আবশ্যক করে।[২২]

এমন কোন প্রাণ বা সম্পদ নেই, ইসলামে যার কোন মূল্য নেই বা যা নষ্ট হলে কারো কোন দায় নেই এবং কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। এ কারণেই এ দুটি বিষয়ের সংরক্ষণকে ইসলাম মৌলিক পাঁচটি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করেছে, যেগুলো সংরক্ষণ শরীআহর উদ্দেশ্য তথা মাকাসিদুশ শরীআহ হিসেবে গণ্য।[২৩] ক্ষতির বিনিময় প্রদানের আওতায় প্রাণহানির ক্ষতির বিনিময়ও অন্তর্ভুক্ত। যার কিছু নির্ধারিত যেমন দিয়াত (প্রাণহানির ক্ষতিপূরণ), কিছু অনির্ধারিত যেমন আরশ[২৪] (অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্ষতিপূরণ)। এ ছাড়া বিভিন্ন বস্তু ক্ষতিগ্রস্ত হলে এর বদলা যা হবে তা-ও এর অন্তর্ভুক্ত।[২৫]

সুতরাং অন্যের জানমালে যে কোন ক্ষতি সাধন হারাম ও তার ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হওয়া কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন নস দ্বারা সাব্যস্ত দীনের একটি মূলনীতি। হাদীস ও ফিকহের ইমামগণ এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, শরীআহে মানুষের জানমাল সম্মানিত। মানুষের জানমালের ক্ষেত্রে মূলবিধান হল এগুলোর ক্ষতি সাধন নিষিদ্ধ। আর ন্যায়সঙ্গত কোন কারণ ছাড়া কারো প্রাণ ও সম্পদ অন্যের জন্যে হালাল নয়।[২৬]

এ সম্পর্কিত কিছু ফিকহী মূলনীতি ও তার ব্যাখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হলো:

১. لا ضَرَرَ وَ لا ضِرَارَ "কারো ক্ষতি করা যাবে না এবং কারও ক্ষতির অনুরূপ বদলাও গ্রহণ করা যাবে না"[২৭] মূলনীতিতে বর্ণিত শব্দদুটির মধ্যে অর্থগত ব্যবধান কী তা নিয়ে একাধিক মত রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, ضرر অর্থ "অন্যের ক্ষতি করা" আর ضرار (যের দিয়ে) অর্থও অন্যের ক্ষতি করা। সুতরাং দ্বিতীয় শব্দ প্রথম শব্দকে

[২২] ড. আব্দুল আযীয উমর আল-খতীব, "মাসউলিয়্যাতু সাই'কিস সাইয়্যারা ফী দুইল ফিকহিল ইসলামী", *মাজাল্লাতু আল-আদল*, আইন মন্ত্রণালয়, সৌদী আরব, সংখ্যা ৩২, রজব ১৪২৭ হি., পৃ. ১৫৩

[২৩] আশশাতিবী, *আল মুওয়াফাকাত* (কায়রো: দারুল হাদীস, ২০০৬খ্রি.), খ. ২, পৃ. ১০

[২৪] أُرُوْشٌ শব্দটি أَرْشٌ-এর বহুবচন। অর্থ: জখমের দিয়্যাত। (আহমদ আল-ফাইয়ূমী, *আল মিসবাহুল মুনীর* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৪হি.), মাদ্দা: আরশ)

[২৫] ফায়যুল্লাহ, *নাযারিয়্যাতুয যামান*, পৃ. ১৪

[২৬] ইবন কুদামাহ, *আল মুগনী*, খ. ৭, পৃ. ৩৬০, ও খ. ১১, পৃ. ৪৪৩; আবু আবদুর রহমান দিমাশকী, *রহমাতুল উম্মাহ ফী ইখতিলাফিল আইম্মা* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪০৭হি.), পৃ. ১৭৩

[২৭] এ মূলনীতিটি একটি হাদীছে উদ্ধৃত হয়েছে। দ্রষ্টব্য: মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ ইবন মাযাহ, *আসসুনান* (ইস্তাম্বুল: আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ, সনবিহীন), বাবু মান বানা ফী হাক্কিহি মা ইয়াদুররু বিজারিহি, খ. ২, পৃ. ৭৮৪, হাদীস নং ২৩৪০ ও ২৩৪১

কেবল অর্থগত দৃঢ়তা দান করছে। তবে এ বিষয়ক মতসমূহের মধ্যে উত্তম মত হলো, ضرر অর্থ অন্যের যে কোন ক্ষতিসাধন। আর ضرار অর্থ প্রতিশোধ ও বদলা হিসেবে অন্যের ক্ষতিসাধন।[২৮]

এ মূলনীতি ইঙ্গিত করে, কোন ক্ষতির বদলা হিসেবে অনুরূপ ক্ষতিসাধন শরীআহর দৃষ্টিতে কাম্য নয়। (তবে কিসাস বা এ জাতীয় বিধান এই মূলনীতির আওতাভুক্ত নয়।) বরং যার ক্ষতি হয়েছে তার কর্তব্য হল ক্ষমা করা অথবা ক্ষতির বিনিময় গ্রহণ করা। সুতরাং ইচ্ছাকৃতভাবে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে কারো গাড়ি যদি অন্যের গাড়ির ক্ষতিসাধন করে সে অবস্থায় অপর গাড়িকে আঘাত করার অধিকার এ গাড়ির মালিকের নেই। বরং তার কর্তব্য হল ক্ষমা করা অথবা নিজ গাড়ি আগের অবস্থায় চলে আসা পরিমাণ ক্ষতিপূরণ আদায় করা।

ফকীহদের সর্বসম্মতিক্রমে এ মূলনীতি এমন সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যেখানে শরীআহ ক্ষতির বদলা হিসেবে ক্ষতি করার অনুমতি দেয়নি। সুতরাং কিসাস, হদ্দ ও তাযীর এ মূলনীতির আওতাভুক্ত নয়। এগুলোতে যদিও বাহ্যিক ক্ষতি রয়েছে; কিন্তু সমাজের নিরাপত্তা বিধানের স্বার্থে ও জানমালের অধিকার রক্ষার্থে এগুলোকে কার্যকর করাই শরীআহর কাম্য। তাছাড়া উপকার সাধনের তুলনায় ক্ষতিরোধ করার বিষয়টি অগ্রগণ্য। উপরন্তু, ক্ষতিরোধ করার স্বার্থেই শরীআহ দণ্ডগুলো অনুমোদন করেছে।[২৯]

২. الضَّرَرُ يُزَالُ "ক্ষতি দূর করা আবশ্যক।"[৩০]

এটি অতীব তাৎপর্যবহুল একটি মূলনীতি। কেননা ফিকহের এমন প্রতিটি অধ্যায়েই এটি প্রযোজ্য, যেখানে নিশ্চিত বা ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে এমন ক্ষতি দূর করার বিষয় রয়েছে। এ মূলনীতি অনুসারে সে ক্ষতি দূর করা এবং ক্ষতি হয়ে গেলে ক্ষতির প্রভাব দূর করে বস্তুকে স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসা আবশ্যক। যেমন সর্বসাধারণের চলার পথে যদি কেউ গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখে, যার কারণে চলমান গাড়ি অথবা চলাচলকারী পথিকের কষ্ট হয়, তবে দুর্ঘটনার আশংকা দূর করার নিমিত্তে গাড়ি দাঁড় করে রাখার অনুমতি দেয়া হবে না।

[২৮] ইবনুল আছীর, *আন নিহায়াহ ফী গারীবিল হাদীস* (বৈরূত: দারুল ফিকর, সনবিহীন), খ. ৩, পৃ. ৮১; ইবন মানযুর, *লিসানুল আরব* (বৈরূত: দারু সাদির, ১৪১০হি.) খ. ..., পৃ. ...; মাদ্দাহ (*যারার*)।

[২৯] শায়খ আহমদ যারকা, *শরহুল কাওয়াঈদিল ফিকহিয়্যাহ* (বৈরূত: দারুল গারব আল-ইসলামী, ১৪০৩হি.), পৃ. ১১৩

[৩০] আবদুর রহমান আসসুয়ূতী, *আল আশবাহ ওয়ান নাযাইর ফী ফুরুয়িশ শাফিঈয়্যাহ* (কায়রো: মাকতাবাতু মুস্তফা আল-বাবী আল-হালাবী, ১৩৭৮হি.), পৃ. ৮৩; ইবনু নুজাইম, *আল আশবাহ ওয়ান নাযাইর* (বৈরূত: আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, ১৯৯৮খ্রি.), পৃ. ১০৫

এ থেকে ফকীহগণ বলেছেন, সর্বসাধারণের চলার পথের দিকে যদি কেউ বৃষ্টির নালা উন্মুক্ত করে রাখে অথবা পথের অন্যায় ব্যবহার করে উঁচু কোন স্থান নির্মাণ করে, যার ফলে পথচারীদের চলতে কষ্ট হয়, তাহলে বৃষ্টির নালা বা উঁচু স্থান নির্মাণের অনুমতি দেয়া হবে না। আর যদি নির্মাণ করে ফেলে তাহলে অন্যদের ক্ষতি রোধ করার স্বার্থে নির্মিত উঁচু স্থান বা নালা ভেঙ্গে ফেলা হবে। বরং এই নির্মাণের কারণে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হলে মালিক ক্ষতিপূরণ দেবে।[৩১]

ব্যক্তিগত অধিকার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এ মূলনীতি প্রয়োগের নমুনা হলো, যদি কেউ গাড়ি দিয়ে কোন মানুষ বা বস্তুকে আঘাত করে যার ফলে কোন প্রাণ বা সম্পদের ক্ষতি হয়, তবে সে তার ক্ষতিপূরণ দেবে। কেননা এ ক্ষতির প্রভাব দূর করে তাকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা আবশ্যক। বদলা দেয়া ছাড়া ক্ষতি দূর করা সম্ভব নয়। ইসলামী ফিকহে কারো ক্ষতিসাধন সে তিন কারণের একটি, যেগুলোর কারণে ক্ষতিপূরণ দেয়া আবশ্যক হয়।[৩২]

৩. اَلْمُرُوْرُ فِي الطَّرِيْقِ مُباحٌ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ فِيْمَا يُمْكِنُ الاِحْتِرازُ عَنْهُ : রাস্তায় চলাচল করা বৈধ, শর্ত হল যে ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব সেগুলো সংঘটনের আশংকামুক্ত থাকা। একাধিক ফকীহ এ শব্দে এ মূলনীতি উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

৪. المباشر ضامن وإن لم يكن متعديا ''ক্ষতির সরাসরি সংঘটক দায় বহন করবে, যদিও সে অন্যায় না করে'' কাছাকাছি শব্দে ফকীহগণ এ মূলনীতি উল্লেখ করেছেন। তবে মূল বিষয়ে সকল ফকীহ একমত।[৩৩]

এ মূলনীতির সমর্থনে মাজাল্লাতুল আহকামিল 'আদলিয়্যা-র ৯২ নং ধারায় বলা হয়েছে: اَلْمُبَاشِرُ ضَامِنٌ، وَ إِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ ক্ষতিকারক ক্ষতিপূরণ দেবে, যদিও সে অন্যায় না করে। এখানে تَعَمُّد শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য تَعَدِّيْ অন্যায় ব্যবহার। এ ব্যাখ্যা করার কারণ হল, সম্পদের ক্ষতিপূরণ দেয়ার ক্ষেত্রে ইচ্ছা-অনিচ্ছা সমান। পার্থক্য এই যে, অনিচ্ছায় ক্ষতি করলে এর কারণে গোনাহ হবে না। কিন্তু ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে উভয় অবস্থা সমান। বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি তিনজনকে বাগান খনন করার জন্যে মজদুর নিয়োগ

৩১. ইবনুল আবিদীন, *আদ দুররুল মুখতার*, খ. ৬, পৃ. ৫৯২; মুহাম্মদ বিন উরফাহ আদ দাসূকী, *হাশীআহ আলা আশ শারহুল কাবীর* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৭হি.), খ. ৫, পৃ. ৩৫; রামলী, *নিহায়াতুল মুহতাজ*, খ. ৭, পৃ. ৩৫৭; ইবন কুদামাহ, *আল মুগনী*, খ. ১২, পৃ. ৯৮

৩২. হায়দার, *দুরারুল হুক্কাম*, খ. ১, পৃ. ৩৭; ফায়যুল্লাহ, *নাযারিয়্যাতুয যামান*, পৃ. ১৯।

৩৩. ইবনু আবিদীন, *রদ্দুল মুহতার*, খ. ৬, পৃ. ৬০৩; শিহাবুদ্দীন আহমাদ আল-ক্বারাফী, *আয যাখীরা* (বৈরূত: দারুল গারব আল-ইসলামী, ১৯৯৪খ্রি.), খ. ৮, পৃ. ২৫৯; যারকা, *শরহুল কাওয়াঈদিল ফিকহিয়্যাহ*, পৃ. ৩৮৫

করল। তখন তারা একসাথে দেয়ালের মূলভিতে আঘাত করল। এরপর দেয়াল ধ্বসে তাদের একজন মারা গেল। তারা কাযী শুরাইহ[৩৪]-এর দরবারে মোকাদ্দমা নিয়ে গেল। তিনি অবশিষ্ট দু'জনের দায়ে এক তৃতীয়াংশ করে দিয়াত ধার্য করলেন।[৩৫]

সুতরাং জন্তু বা বাহনের মাধ্যমে অন্যের ক্ষতি সাধনকারী নিঃশর্তভাবে ক্ষতিপূরণ বহন করবেন। ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতি করুক বা অনিচ্ছায়, অন্যায়ভাবে চালাক বা যথাযথভাবে চালনা করুক- বিধান অভিন্ন। সুতরাং কেউ যদি কোন জন্তু বা বাহনের পিঠে বিভিন্ন জিনিস বোঝাই করে সর্বসাধারণের বাজার অতিক্রম করে, সে সময় পিঠ থেকে কোন কিছু পড়ে কারো প্রাণহানি ঘটে বা কারো কোন সম্পদ নষ্ট হয়, তাহলে সে ক্ষতিপূরণ দেবে। কেননা সে ক্ষতির সংঘটক আর ক্ষতির সংঘটক ক্ষতির দায়ভার বহন করে। যদি রাস্তায় চলন্ত অবস্থায় বাহনের চাকা খুলে যায়, এরপর কাউকে বা কোন বস্তুতে আঘাত করে তাহলে সে ক্ষতিপূরণ দেবে। কেননা চাকা খুলে যাওয়া প্রমাণ করে, চালক মজবুতভাবে চাকা লাগায়নি। তাছাড়া সে ক্ষতির সংঘটক। আর সংঘটক নিঃশর্তভাবে ক্ষতিপূরণ বহন করে[৩৬]।

সরাসরি ক্ষতি সংঘটন ও সংঘটনের কারণ

ফকীহগণ সরাসরি সংঘটনের অর্থ এভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, যে কাজ ও ক্ষতির মধ্যে অন্য কারো ইচ্ছাকৃত কোন কাজ সংঘটিত হয় না।[৩৭] যদি ব্যক্তির কাজ ও ক্ষতি সংঘটনের মাঝে অন্য কারো কাজ অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, তাহলে ঐ ব্যক্তির মাধ্যমে ক্ষতি সংঘটিত হয়েছে বলা যাবে না। সুতরাং প্রথম ব্যক্তি তখন ক্ষতির দায় বহন করবে না।

৩৪. নাম আবু উমাইয়্যা, শুরাইহ বিন হারিস বিন কায়স আল কিন্দী। পূর্বপুরুষ ইয়ামেনী বংশোদ্ভূত। ইসলামের প্রসিদ্ধ কাযীদের অন্যতম। ওমর, ওসমান, আলী ও মুআবিয়া রা.-এর শাসনামলে পঁচাত্তর বছর মেয়াদে কুফার বিচারক ছিলেন। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। বিচারক হিসেবে দোষমুক্ত ছিলেন। দীর্ঘ জীবন লাভ করেন এবং আটাশি হিজরীতে কুফায় মৃত্যুবরণ করেন। (আবূ নু'আইম, *হিলয়াতুল আউলিয়া*, খ. ৪, পৃ. ১৩২; ইবনুল ইমাদ, *শাযারাতুয যাহাব* (বৈরূত: দারু ইয়াহইয়াউত তুরাছিল আরাবী, সনবিহীন), খ. ১, পৃ. ৮৫

৩৫. ইবনু আবী শায়বা, *আল মুসান্নাফ ফীল আহাদীস ওয়াল আছার* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৬খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৪৪৭, হা. নং: ২৭৮৬৬

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الأَقْمَرِ؛ أَنَّ رَجُلاً اسْتَأْجَرَ ثَلاَثَةً يَحْفِرُونَ لَهُ حَائِطًا، فَضَرَبُوا فِي أَصْلِهِ جَمِيعًا، فَوَقَعَ عَلَيْهِمْ فَمَاتَ أَحَدُهُمْ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَضَى عَلَى الْبَاقِيَيْنِ بِثُلُثَيِ الدِّيَةِ.

৩৬. ইবন আবিদীন, *রদ্দুল মুহতার*, খ. ৬, পৃ. ৬০৩; ফায়যুল্লাহ, *নাযারিয়্যাতুয যামান*, পৃ. ১৮৪

৩৭. আল-হামুভী, *গামযু উয়ূনিল বাছাইর* [ইবনু নুজাইম কৃত আল আশবাহ ওয়ান নাযাইর-এর ভাষ্যগ্রন্থ], (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৫খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৪৬৬; ক্বালয়ূবী ও আমীরা, *আলা শরহুল মিনহাজ*, খ. ২, পৃ. ২৮ ও খ. ৪, পৃ. ৯৮; শায়খ মুস্তফা আহমদ যারকা, *আল মাদখালুল ফিকহিয়্যুল আম*, (দামিশক : দারুল ফিকর, ১৯৬৯ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ১০৪৪

এর উদাহরণ হল, একজন গাড়ি চালিয়ে কারো গায়ে ঘষা দিলে লোক একপাশে পড়ে গেল। আরেকটি গাড়ি এসে তাকে পিষ্ট করলে লোকটি মারা গেল, এমতাবস্থায় প্রথম ব্যক্তির উপর হত্যার দায় বর্তাবে না বরং দ্বিতীয়জনের উপর হত্যার দায়ভার বর্তাবে। অথচ প্রথমজন এখানে হত্যার কার্যকারণ ঘটিয়েছে। কিন্তু ফকীহগণ বলেন, যখন কোন দুর্ঘটনায় দুজন একত্রিত হয়, যার একজন সরাসরি দুর্ঘটনা সংঘটন করে আর অপরজন ক্ষতি সংঘটনের কারণ হয়, তখন দুর্ঘটনার বিধান (অর্থাৎ ক্ষতিপূরণ) আরোপিত হবে যে ক্ষতি সংঘটন করেছে তার উপর। ক্ষতি সংঘটন ও ক্ষতির কারণের মাঝে পার্থক্য করা হলে ক্ষতি সংঘটনের ক্ষেত্রে কারণের কোন ভূমিকা থাকে না, যেমনটা আমরা উদাহরণে আলোচনা করেছি।

ক্ষতি সংঘটকের ক্ষেত্রে মুকাল্লাফ (প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থমস্তিষ্কসম্পন্ন) হওয়া শর্ত নয়। সুতরাং যদি চালক অপ্রাপ্তবয়স্ক হয় আর সে কোন প্রাণহানি ঘটায় বা সম্পদের ক্ষতি করে, তাহলে সে যা ক্ষতি করেছে তার দায় বহন করবে। কেননা ক্ষতির দায় বহন করার ক্ষেত্রে দায় বহন করার যোগ্যতা শর্ত নয়। বরং ক্ষতির দায় বহন করার জন্যে তার বদলা আবশ্যক হওয়ার উপযোগিতা থাকাই যথেষ্ট।[৩৮] যুহরী ও কাতাদা রহ.-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, অপ্রাপ্তবয়স্ক ও পাগলের ইচ্ছাকৃত হত্যার প্রতিবিধান হল দিয়্যাত (রক্তমূল্য)।[৩৯] অর্থাৎ তাদের থেকে কিসাস (জীবনের বিপরীতে জীবন) আদায় করা হবে না। বরং ভুলবশতকৃত হত্যার ন্যায় তাদের থেকে দিয়্যাত নেয়া হবে।

তবে বাস্তব অবস্থা ও পরিস্থিতিকে গভীরভাবে বিবেচনা ও পর্যবেক্ষণ করা উচিত যে, দুর্ঘটনা কারো সরাসরি হস্তক্ষেপে ঘটেছে, না কোনো কারণবশত।

এ বিষয়ে ফকীহদের কিছু বক্তব্য উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়:

হানাফী মাযহাবের ফকীহ 'আলাউদ্দীন আলকাসানী [মৃ. ৫৮৭ হি.] রহ. বলেন, জন্তু যদি কোচোয়ানের হাত থেকে পালিয়ে যায় বা ছুটে যায়, তাহলে সে মুহূর্তে জন্তু যা ক্ষতি করবে, কোচোয়ান তার দায় বহন করবে না। এর দলিল হল, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, العَجْمَاءُ جَرْحُها جُبار -"পশুর আঘাত বিনিময়শূন্য।"[৪০] তাছাড়া জন্তু

৩৮. যারকা, *আল মাদখালুল ফিকহীয়্যুল 'আম*, খ. ২, পৃ. ৭৪৪

৩৯. আব্দুর রাযযাক আস সান'আনী, *আল-মুসান্নাফ* (করাচী: আল-মাজলিসুল ইলমী, ২য় সংস্করণ, ১৪১৬হি.), খ. ১০, পৃ. ৭০, হাদীছ নং ১৮৩৯১

عن الزهري قال مضت السنة أن عمد الصبي والمجنون خطأ قال معمر وقاله قتادة أيضا

৪০. এটি মুহাদ্দিসগণের নিকট অতিপ্রসিদ্ধ একটি হাদীস। সিহাহ সিত্তাসহ অধিকাংশ মৌলিক হাদীস সংকলনে হাদীসটি বিধৃত হয়েছে। (ইমাম বুখারী, *আল-জামি' আসসাহীহ*, কিতাবুয যাকাত, বাবু ফীর রিকাযি আল-খুমুস, খ. ২, পৃ. ৫৪৫, হাদীস নং ১৪২৮)

হাতছাড়া হওয়া ও পালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোচোয়ানের কোন ভূমিকা নেই। জন্তুকে অন্যের ক্ষতি করা থেকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতাও কোচোয়ানের নেই। সুতরাং এ জন্তুর কারণে সংঘটিত ক্ষতির কারণে কেউ দায়বদ্ধ নয়।[৪১]

মালিকী মাযহাবের ইমাম শিহাবুদ্দীন আহমাদ আল-কারাফী [৬২৬-৬৮৪ হি.] রহ. বলেন, জন্তু যদি আরোহীকে নিয়ে দৌড় দেয়, আরোহী যদি মনে করে এমতাবস্থায় জন্তুকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করলে সে উল্টে যাবে, তাহলে জন্তু যা ক্ষতি করবে আরোহী তার দায় বহন করবে। কেননা তার আরোহণের কারণেই ক্ষতি হয়েছে।[৪২]

শাফিয়ী মাযহাবের ফকীহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ আর-রামালী রহ. [৯১৯-১০০৪ হি.] রহ. বলেন, আরোহী যদি সাধারণত জন্তুকে নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হয়; কিন্তু আচমকা ঘটে যাওয়া কোন কারণে হঠাৎ জন্তু তার আওতার বাইরে চলে যায়, যেমন মজবুত রশি ছিঁড়ে গেল, এরপর জন্তুর কারণে যদি কোন ক্ষতি হয়, তাহলে আরোহী দায় বহন করবে না। অধিকাংশ ফকীহই এ মত পোষণ করেন।[৪৩] তবে নির্ভরযোগ্য মত হলো, কোচোয়ান দায় বহন করবে।[৪৪]

হাম্বলী ফকীহ শামসুদ্দীন ইবনু মুফলিহ [৭০৮-৭৬৩ হি.] রহ. বলেন, কোচোয়ানের কোন ত্রুটি ছাড়া জন্তু যদি কোচোয়ানের আওতার বাইরে চলে যায়, তাহলে কোচোয়ান দায়বদ্ধ থাকবে না।[৪৫]

মোটকথা, এ বিষয়ে ফকীহদের মাঝে দুটি ভাগ রয়েছে।

১. হানাফী ও হাম্বলী ফকীহদের মতে, সে ক্ষতিপূরণ বহন করবে না। যেহেতু কার্যত ক্ষতির সংঘটন তার পক্ষ থেকে হয়নি, যেহেতু তার ইচ্ছা এখানে অনুপস্থিত।

২. মালিকী ও শাফিয়ী ফকীহদের মতে, ব্যক্তি ক্ষতির দায় বহন করবে। কেননা, কার্যত সে-ই ক্ষতির সংঘটক। জন্তুর দৌড় দেয়ার বিষয়টি ক্ষতিপূরণ রহিত হওয়ার ক্ষেত্রে কোন প্রভাব রাখে বলে তাঁরা মনে করেন না।

আধুনিক অনেক ফকীহ মনে করেন, যদি নাগালের বাইরে চলে যাওয়া বা নিয়ন্ত্রণহীন হওয়া জন্তুর স্বভাব ও অভ্যাস আরোহীর জানা থাকে, তাহলে অবশ্যই সে ক্ষতিপূরণ

৪১. আবূ বকর ইবন মাস'উদ আল-কাসানী, *বাদাইউস সানাইঈ ফী তারতীবিশ শারাঈ'* (বৈরূত: দারুল কিতাব, ২য় সংস্করণ, ১৪০২হি.), খ. ৭, পৃ. ২৭৩

৪২. আল-কারাফী, *আয যাখীরা*, খ. ১২, পৃ. ২৬৬

৪৩. এ মতটি হানাফী ও হাম্বলী ফকীহদের মতের অনুরূপ।

৪৪. রামালী, *নিহায়াতুল মুহতাজ*, খ. ৮, পৃ. ৩৯; আব্দুল কারীম আর-রাফীঈ, *আল 'আযীয শরহুল ওয়াজীয* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৭হি.), খ. ১১, পৃ. ৩৩১

৪৫. মুহাম্মদ ইবন মুফলিহ, *আল ফুরূ'* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৭খ্রি.), খ. ৬, পৃ. ৬; মানসূর আল-বাহুতী, *শরহু মুনতাহাল ইরাদাত* (বৈরূত: মুআসসাতুর রিসালাহ, ২০০০খ্রি.), খ. ৬, পৃ. ৮১

দেবে। যেহেতু আরোহণ করে সে ভুল করেছে এবং জন্তুকে ক্ষতি সাধনের দিকে ঠেলে দিয়েছে। কিন্তু যদি ক্ষতি করা জন্তুর স্বভাব বা অভ্যাস না হয়; বরং তা হঠাৎ কোন কিছু থেকে ভয় পাওয়ার কারণে উদ্ভূত আচরণ হয়, তবে সে ক্ষতিপূরণ বহন করবে না।[৪৬]

মোদ্দাকথা হলো, কোন অবস্থাতেই গাড়ির ব্রেক ছুটে গেলে সেটাকে জন্তুর উপর কিয়াস করা যায় না। বস্তুত বিষয়টি উল্লিখিত বিধান ও মতপার্থক্যের আওতায় আনা সমীচীন নয়। বরং বলা যায়, এক্ষেত্রেও চালক ক্ষতিপূরণ বহন করবে। কেননা ব্রেক ছুটে যাওয়া প্রমাণ করে, গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণে তার ত্রুটি রয়েছে। গাড়ির এক্ষেত্রে কোন এখতিয়ার নেই। কেননা গাড়ির নিজস্ব কোন শক্তি নেই। বিপরীতে জন্তুর নিজস্ব শক্তি রয়েছে, যার কারণে সে কখনো কখনো আরোহীকে পরাস্ত করে ফেলে।

অন্যদিকে, যদি আরোহীর পক্ষ থেকে ক্ষতি সংঘটিত না হয়ে অন্য কোন কারণে ক্ষতি হয়, তাহলে আরোহী ক্ষতিপূরণ দেবে না। বরং যে ব্যক্তি ক্ষতি সংঘটনের কারণ হয়েছে সে ক্ষতিপূরণ দেবে। কেননা ক্ষতির সরাসরি সংঘটন তার পক্ষ থেকেই হয়েছে।

বিষয়টি স্পষ্ট ও বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনে নিম্নে কতীপয় ফকীহের বক্তব্য উল্লেখ করা হলো:

ইমাম মুহাম্মদ [১৩১-১৮৯ হি.] রহ. বলেন, "যদি কেউ কোন জন্তুর পিঠে সওয়ার হয়, আরেকজন সেই জন্তুকে খোঁচা বা আঘাত করার কারণে জন্তু খুর বা শিং দিয়ে আঘাত করে কাউকে মেরে ফেলে, তাহলে এর দায় বহন করবে খোঁচা দেয়া ব্যক্তি; আরোহী নয়। আর যদি খুর বা শিং দিয়ে আঘাত করে খোঁচা দেয়া ব্যক্তিকে মেরে ফেলে, তাহলে তা হবে বিনিময়শূন্য। আর যদি খোঁচার কারণে আরোহীকে ফেলে দিয়ে মেরে ফেলে, তাহলে খোঁচা দেয়া ব্যক্তি দিয়্যাত বহন করবে। যদি খোঁচার কারণে লাফ দিয়ে কারো উপর পড়ে তাকে মেরে ফেলে অথবা কাউকে পিষ্ট করে মেরে ফেলে, তাহলে এর দায় বহন করবে খোঁচা দেয়া ব্যক্তি; আরোহী নয়।"[৪৭]

অন্য তিন মাযহাবের ইমামগণও অনুরূপ মত দিয়েছেন।[৪৮]

৪৬. মুহাম্মদ তাকী উসমানী, *বুহুসুন ফী কাযায়া ফিকহিয়্যাতিন মু'আসিরা* (বৈরূত: দারুল কলম, ১৪১৯ হি.), খ. ১, পৃ. ২৯৯

৪৭. ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান আশ-শায়বানী, *আল আসল (আল মাবসূত)*, বিশ্লেষণ: আবূল ওয়াফা আল-আফগানী (বৈরূত: আলামুল কুতুব, সনবিহীন), খ. ৪, পৃ. ৫০১; দ্রষ্টব্য: হাসান বিন মানসূর আল-ফারগানী, *আল ফাতাওয়াহ আল-হিন্দিয়্যাহ* (বৈরূত: দারু ইয়াহইয়াউত তুরাছিল আরাবী, ৪র্থ প্রকাশ, সনবিহীন), খ. ৬, পৃ. ৫১

৪৮. কারাফী, *আয যাখীরা*, খ. ১২, পৃ. ২৬৫; রামলী, *নিহায়াতুল মুহতাজ*, খ. ৮, পৃ. ৩৯; ইবনু কুদামা, *আল মুগনী*, খ. ১২, পৃ. ৫৪৪

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে জানা যায়, ক্ষতি সংঘটনের কারণ যে ঘটিয়েছে ফকীহদের ঐকমত্যে তার উপরই ক্ষতিপূরণের দায় বর্তাবে। এ বিষয়ে ইবনে মাসউদ রা.-এর সূত্রে একটি আছার বর্ণিত হয়েছে। এক ব্যক্তি কাদিসিয়া থেকে একটি বালিকাকে নিয়ে আসছিল। পথে সে আরোহী এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রম করল। লোকটি জন্তুকে খোঁচা দিল। ফলে জন্তু পা তুলে বালিকাটির চোখে আঘাত করল। এ মোকাদ্দমা সালমান বিন রাবী'আ আল-বাহিলীর আদালতে গেলে তিনি বললেন, আরোহী ক্ষতিপূরণ দেবে। ইবনে মাসউদ রা.-এর কাছে এ ফয়সালার সংবাদ গেলে তিনি বললেন, এর দায়ভার খোঁচা দানকারী ব্যক্তিটির ওপর বর্তাবে। সে-ই ক্ষতির দায় বহন করবে।[৪৯]

ফকীহগণ এটাও বলেছেন যে, জন্তু মারা যাওয়ার কারণে যদি আরোহী পড়ে যায় এবং অন্যের কোন ক্ষতি হয়, তাহলে আরোহী সে দায় বহন করবে না। একইভাবে মৃত্যু বা অন্য কোন রোগবশত আরোহী যদি জন্তুর পিঠ থেকে পড়ে যেয়ে কোন কিছু নষ্ট করে, তাহলে আরোহী তার দায় বহন করবে না। যেহেতু অন্যের ক্ষতি বা সম্পদ নষ্টের বিষয়টি তার পক্ষ থেকে সংঘটিত হয়েছে- একথা বলার সুযোগ আমাদের নেই।

শাফিয়ী মাযহাবের ইমাম আবুল কাসিম আররাফিয়ী [৫৫৭-৬২৩ হি.] রহ. বলেন, "কেউ যদি জন্তুতে আরোহণ করে এরপর জন্তু মরে পড়ে যায় ও কোন ক্ষতি ঘটায়[৫০], অথবা আরোহী মারা যায় এবং পড়ে গিয়ে কোন ক্ষতি ঘটায় তাহলে সে ক্ষতির দায় বহন করবে না"।[৫১]

ইমাম শাফিয়ী রহ. বলেন, যদি দুই আরোহীর মাঝে সংঘর্ষ এভাবে হয় যে, কেউ আরেকজনের আগে আঘাত করতে পারেনি, অর্থাৎ প্রত্যেকেই অপরের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষের শিকার হয়েছে, এরপর উভয়েই ঘোড়াসহ মারা গিয়েছে, তাহলে প্রত্যেকের আকিলা[৫২] অপরের আকিলাকে অর্ধেক দিয়্যাত দেবে। এর কারণ,

৪৯. ইবনু আবী শায়বা, *আল-মুসান্নাফ*, খ. ৫, পৃ. ৪৫৬, (২৭৯৪৯); ইবনু 'আবদির রাযযাক, *আল-মুসান্নাফ*, খ. ৯, পৃ. ৪২২ (১৭৮৭১১)

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ بِجَارِيَةٍ مِنَ الْقَادِسِيَّةِ، فَمَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَاقِفٍ عَلَى دَابَّةٍ، فَنَخَسَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ، فَرَفَعَتِ الدَّابَّةُ رِجْلَهَا، فَلَمْ تُخْطِئْ عَيْنَ الْجَارِيَةِ، فَرُفِعَ إِلَى سَلْمَانِ بْنِ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيِّ، فَضَمَّنَ الرَّاكِبَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: عَلَيِّ الرَّجُلِ، إِنَّمَا يُضْمَّنُ النَّاخِسُ.

৫০. অনুরূপ বিধান প্রচণ্ড বাতাস বা অসুস্থতা বা এজাতীয় এমন যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য প্রযোজ্য হবে, যার কারণে আরোহী বা জন্তু নিজ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

৫১. রাফিয়ী, *আল 'আযীয শরহুল ওয়াজীয*, খ. ১১, পৃ. ৩৩৬

৫২. আকিলা শব্দটি উহ্য মাওসূফ (বিশেষণযুক্ত পদ) এর গুণ, এর পূর্ণাঙ্গ রূপ: الجماعة العاقلة (দিয়্যাত দানকারী দল), পরিভাষায় আকিলা বলা হয় যৌথ দায়ভার বহনকারী কোন সংঘ বা প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষকে, যা তার অধীনস্ত সদস্যগণের মাধ্যমে হওয়া অনিচ্ছাকৃত হত্যার রক্তপণ প্রদান করে।

প্রত্যেকের মৃত্যু ঘটেছে নিজের ও অন্যের অন্যায় আচরণের কারণে। নিজের অন্যায়ের কারণে দিয়্যাত অর্ধেক রহিত হয়ে যাবে এবং অন্যের অন্যায়ের কারণটি ধর্তব্য হবে এবং অর্ধেক দিয়্যাত দেয়া হবে।

অনুরূপভাবে আরোহী ও অপরের অন্যায় আচরণের কারণে যদি প্রত্যেকের ঘোড়া মারা গিয়ে থাকে। অন্যের অপরাধকে বিবেচনা করে ঘোড়ার অর্ধেক মূল্য দিতে হবে। তবে এ মূল্য দেয়া হবে অপর আরোহীর নিজস্ব সম্পদ থেকে; আকিলার তরফ থেকে নয়।[৫৩]

দুই আরোহী বা জাহাজের মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে তার বিধানও একই হবে। অনুরূপ দুই গাড়ির মাঝে সংঘর্ষ হলেও একই বিধান হবে ।

ইমাম মুহাম্মদ রহ. বলেন, "দুই ঘোড়া আরোহীর মাঝে মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে প্রত্যেকে মারা গেলে প্রত্যেকের সম্পদ থেকে অপরকে দিয়্যাত দেয়া হবে।"[৫৪] মালিকী ও হাম্বলী ফকীহদের মত অনুরূপই।[৫৫]

ক্ষতির সরাসরি সংঘটক ও ক্ষতি সংঘটনের কার্যকারণের মাঝে পার্থক্য করার এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু সড়ক দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে ও অন্যান্য প্রাণহানি বা সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি সংক্রান্ত মাসআলায় এর বিরাট ভূমিকা রয়েছে।

৫. الْمُتَسَبِّبُ لا يَضْمَنُ إلاَّ بِالتَّعَدِّيْ
"কার্যকারণের সংঘটক অন্যায় আচরণ ছাড়া দায় বহন করবে না"

এ মূলনীতিটি মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যার ৯৩ নং ধারায় বর্ণিত হয়েছে: الْمُتَسَبِّبُ لا يَضْمَنُ إلاَّ بِالتَّعَمُّد "ইচ্ছাকৃত অন্যায় আচরণ ছাড়া ক্ষতির কারণ সংঘটক দায় বহন করবে না।" এ থেকে বোঝা গেল, ক্ষতির কারণ সংঘটক দায় বহন করবে দুই শর্তে:

১. ইচ্ছাকৃতভাবে করা;
২. অন্যায় আচরণ করা।

এ মূলনীতির আলোকে যদি কাউকে দেখে অপরের জন্তু ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়, তাহলে যাকে দেখে ভয় পেয়েছে সে পালিয়ে যাওয়ার দায় বহন করবে না, যতক্ষণ তার থেকে কোন অন্যায় আচরণ প্রকাশ পেয়ে থাকে।[৫৬]

---

৫৩. ইমাম শাফিয়ী, *আল উম্ম* (বৈরূত: দারুল ফিকর, ১৪০০হি.), খ. ২, পৃ. ১৮৫; আরও দ্রষ্টব্য: ইয়াহইয়া বিন শারফ আন-নবভী, *রওযাতুত তালিবীন ওয়া উমদাতুল মুফতিয়্যিন* (বৈরূত ও দামিশক: আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ২য় সংস্করণ, ১৪০৫হি.), খ. ৯, পৃ. ৩৩১

৫৪. ইমাম মুহাম্মদ, *আল আসল (আল মাবসূত)*, খ. ৫, পৃ. ৫০০; তূরী, তাকমিলাতুল বাহরির রাইক, খ. ৯, পৃ. ১৩৩

৫৫. কারাফী, *আয যাখীরা*, খ. ১২, পৃ. ২৬০; ইবনু কুদামা, *আল মুগনী*, খ. ১২, পৃ. ৪৫৪

তবে শায়খ মুস্তাফা যারকা রহ. এ ব্যাপারে মাজাল্লাহর সাথে দ্বিমত পোষণ করে যুক্তি দেখান যে, শরীআহ অন্যের সম্পদ ইচ্ছা ও অনিচ্ছায় সর্বাবস্থায় দায়বদ্ধ। বরং তীব্র প্রয়োজনের কারণে হারাম বিষয়াদি বৈধ হওয়ার অবস্থাতেও অন্যের সম্পদ দায়বদ্ধ।[৫৭] এক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে নষ্ট করার শর্ত যোগ করা ভুল। যেমন কেউ তীব্র ক্ষুধার কারণে অন্যের খাবার খেয়ে ফেলল অথবা শত্রু বা কারো থেকে বাঁচার জন্যে অন্যের গাড়িতে আরোহণ করল, এ অবস্থাতেও সে খাবার ও গাড়ি দায়বদ্ধ থাকবে।

সম্ভবত এই মূলনীতির মূল ভিত্তি হল ইতঃপূর্বে বর্ণিত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রা.-এর অভিমত। বিশেষত তাঁর রায়: إِنَّمَا يَضْمَنُ النَّاحِسُ "ক্ষতিপূরণ দেবে খোঁচা দেয়া ব্যক্তি।" কাযী শুরাইহ (মৃ. ৭৮ হি.), আমির আশশা'বী (১৯-১০৩ হি.) রহ. ও অন্যদের থেকেও অনুরূপ মত বর্ণিত রয়েছে।

আভিধানিক অর্থে سَبَبٌ সাবাব অর্থ রশি। রূপকার্থে এমন প্রত্যেক বিষয়কেই সাবাব বলা হয়, যা দ্বারা কোন কাজ সংঘটন পর্যন্ত পৌঁছা যায়।[৫৮] আর مُتَسَبِّب মুতাসাব্বিব বলা হয়, যে এমন কাজ করে, যার মাধ্যমে কোন কাজ ঘটে। তবে সে সরাসরি ঐ কাজ ঘটায় না।[৫৯]

যদি কোন দুর্ঘটনায় কোন ব্যক্তি কারণ হয়, তাহলে কার্যকারণ সংঘটকের উপর ক্ষতির দায় এই শর্তে বর্তাবে যে, সে অন্যের মালিকানায় অন্যায় হস্তক্ষেপ করেছে। যেমন কেউ প্রশাসনের অনুমতি না নিয়ে নিজ ঘরের সামনে রাস্তায় কুয়া খনন করল, অথবা প্রশাসনের অনুমতিসাপেক্ষে করল কিন্তু কুয়ার চারপাশে কোন বেড়া বা দেয়াল দিল না, যা কুয়ায় পড়ার ক্ষেত্রে বাধা হবে, এরপর কোন অন্ধ, পশু বা গাড়ি পড়ে গেল, তাহলে ক্ষতি সংঘটনের কারণ ও সংঘটক হিসেবে এই ব্যক্তি প্রাণহানি বা সম্পদ নষ্টের দায় বহন করবে। আর যদি নিজ মালিকানায় কুয়া খনন করে আর কেউ পড়ে যায়, তাহলে সে দায় বহন করবে না, যেহেতু নিজ মালিকানায় কারো হস্তক্ষেপকে অন্যায় হস্তক্ষেপ বলার সুযোগ নেই। সুতরাং অন্যায় আচরণের উপর ভিত্তি করে ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিধানও আরোপিত হবে না।

অনুরূপভাবে যদি কেউ চাকার নিচে পিনজাতীয় কিছু রেখে দেয়, আর এ কারণে চাকা নষ্ট হয়, তাহলে চাকা নষ্ট হওয়া এবং এ কারণে যে ক্ষতি হবে তার দায় ঐ

---

৫৬. হায়দার, *দুরারুল হুক্কাম শরহুল মাজাল্লা*, খ. ১, পৃ. ৯৪

৫৭. যারকা, *আল মাদখালুল ফিকহিয়্যুল আম*, খ. ২, পৃ. ১০৪৬

৫৮. আল-ফাইয়্যুমী, *আল মিসবাহুল মুনীর*, মাদ্দাহ (সাবাব); আবুল বাকা আল কাফাওয়ী, *আল কুল্লিয়্যাত* (বৈরূত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ২য় সংস্করণ, ১৪১৩হি.), পৃ. ৪৯৫, ৫০৩

৫৯. যারকা, *আল মাদখালুল ফিকহিয়্যুল আম*, খ. ২, পৃ. ১০৪৫; হামাওয়ী, *শরহ আলা কাওয়াঈদি ইবনু নুজাইম*, খ. ১, পৃ. ৪৬৬

ব্যক্তি বহন করবে। এভাবেই এককভাবে ক্ষতি সংঘটনের কারণে যে ক্ষতি ঘটিয়েছে সেই এর দায় বহন করবে, কেননা সেই অন্যায় আচরণ করেছে।

কিন্তু যদি কোন ক্ষতি সংঘটনের ক্ষেত্রে সরাসরি সংঘটক ও কার্যকারণের সংঘটক একত্রিত হয়, তাহলে কার দায়ে ক্ষতিপূরণ বর্তাবে? এ বিষয়ে সামনের মূলনীতিতে আলোচনা করা হবে।

৬. إِذَا اجْتَمَعَ الْمُبَاشِرُ و الْمُتَسَبِّبُ يُضَافُ الْحُكْمُ إِلَى الْمُبَاشِرِ

"যদি কোন ক্ষেত্রে সরাসরি সংঘটক ও কার্যকারণের সংঘটক মিলিত হয়, তাহলে ক্ষতির সম্পর্ক হবে সরাসরি সংঘটকের সাথে।"

এ মূলনীতিটি হুবহু বিশিষ্ট হানাফী ফকীহ ইবনু নুজাইম [মৃ. ৯৭০ হি.] রহ. প্রণীত আল আশবাহ থেকে গৃহীত।[৬০] এটি মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যার ধারা (৯০)-এর মূল বক্তব্যও। ইতঃপূর্বে আলোচনা হয়েছে যে, 'মুবাশির' হল যে সরাসরি ক্ষতি ঘটায় আর 'মুতাসাব্বিব' হল যে কোন ক্ষতি সংঘটনের কারণ ঘটায়।

এর উদাহরণ হল, কেউ রাস্তায় কুয়া খনন করল, এরপর দ্বিতীয় কেউ তৃতীয় আরেকজনের মালিকানাধীন জন্তু কুয়ায় ফেলে দিল, এ অবস্থায় জন্তুর প্রাণহানির ক্ষেত্রে দু'জন একত্রিত হল। যদি কুয়া খনন না করা হতো, তাহলে প্রাণহানি হতো না। একইভাবে দ্বিতীয়জন যদি নিক্ষেপ না করতো তাহলেও প্রাণহানি হতো না। এ অবস্থায় সরাসরি সংঘটক অর্থাৎ যে নিক্ষেপ করেছে তার সাথে প্রাণহানির সম্পর্ক হবে। কেননা প্রাণহানির ক্ষেত্রে তার ভূমিকা জোরালো। অনুরূপভাবে যদি কেউ চোরকে আরেকজনের ঘর দেখিয়ে দেয় আর চোর চুরি করে, তাহলে হাত কাটা যাবে চোরের; যে দেখিয়ে দিয়েছে তার নয়। কেননা চুরির অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে চোরের ভূমিকা বেশি। তবে এ সবকিছুর সাথে সাথে যে কারণ ঘটিয়েছে তাকেও অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি দেয়া হবে। যদি একজন আরেকজনকে জাপটে ধরে রাখে আর তৃতীয় আরেকজন এ ব্যক্তিকে হত্যা করে তাহলে কিসাস আরোপিত হবে তৃতীয় ব্যক্তির উপর; যে ধরে রেখেছিলো তার উপর নয়। আর যে ধরে রেখেছিল যদিও তার উপর কিসাস আরোপিত হবে না; তবু তাকে ধরে রাখার কারণে শাস্তি দেয়া হবে।[৬১]

৬০. ইবনু নুজাইম, *আল আশবাহ ওয়ান নাযাইর*, পৃ. ১৮৭, কায়িদা নং-১৯; সুয়ূতী, *আল আশবাহ ওয়ান নাযাইর*, পৃ. ১৬২, কায়িদা-৪০।

৬১. এ জাতীয় বিভিন্ন দৃষ্টান্তের জন্য দ্রষ্টব্য: *দুরারুল হুক্কাম*, খ. ১, পৃ. ৯১; যারকা, *শরহুল কাওয়াঈদিল ফিকহিয়্যাহ*, পৃ. ৩৭৯

উপরিউক্ত ফিকহী মূলনীতিসমূহের আলোকে সমসাময়িক আলিমগণ ড্রাইভিং সংশ্লিষ্ট দুর্ঘটনাসমূহের বিভিন্ন ধরনের শরয়ী বিধান নিরূপণের প্রয়াস নিয়েছেন। নিম্নে সংক্ষেপে দুর্ঘটনার প্রকৃতি ও তার বিধান আলোচনা করা হলো।[৬২]

এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হল, যানবাহনের মাধ্যমে যা ক্ষয়ক্ষতি সংঘটিত হবে সে বিষয়ে চালক দায়ী থাকবে। কেননা তিনিই যানবাহনের সঞ্চালক এবং বাহন হলো তার কর্তৃত্বে থাকা একটি যন্ত্রমাত্র। তার ইচ্ছায় গাড়ি চলে এবং থামে। সুতরাং এ গাড়ির মাধ্যমে যা কিছু ঘটবে সে ক্ষেত্রে চালক শরীয়ত ও আইনের দৃষ্টিতে দায়ী হবে।

এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়, এ প্রসংগে পূর্ববর্তী যুগের মাসআলা ও মূলনীতির আলোচ্য বিষয় তথা জন্তুর সাথে বর্তমান যুগের যান্ত্রিক বাহনের তুলনা করে বিধান নিরূপণের প্রয়াস নেয়া হচ্ছে; কিন্তু জন্তুর ক্ষয়ক্ষতি ও বর্তমানের গাড়ির ক্ষয়ক্ষতির মাঝে পার্থক্য বিদ্যমান। তা হলো, জন্তু কখনো কখনো নিজ ইচ্ছা ও গতিতে চলাফেরা করতে পারে বরং ক্ষেত্রবিশেষে কোচোয়ান জন্তুর কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলে, তখন তো ফকীহগণ কোচোয়ানের উপর ক্ষতিপূরণের দায় আরোপ করেন না; বরং স্বাভাবিক অবস্থায়ও ফকীহগণ জন্তুর আরোহীর কর্তৃত্ব থাকা অবস্থায় জন্তু পেছনের পা দিয়ে যা ক্ষতি করে তার দায় আরোহীর উপর চাপান না, যেহেতু এ জাতীয় ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকা অসম্ভব। পক্ষান্তরে গাড়ি হল চালকের কর্তৃত্বে থাকা একটি যন্ত্রমাত্র। সে যখন ইচ্ছা যেভাবে ইচ্ছা গাড়ি চালাতে পারে। অনুরূপভাবে থামাতেও পারে।

এ পার্থক্য থাকার কারণে আমরা বলবো, গাড়ি সামনে পেছনে যে কোন পাশে যা ক্ষয়ক্ষতি ঘটাবে তার দায় বহন করবে চালক। কেননা যে কোন বিচারে ক্ষয়ক্ষতি চালকের উপর বর্তাবে।[৬৩]

সুতরাং ক্ষতি যদি অন্যায় ব্যবহারের কারণে হয়, যেমন লাল দাগ ক্রস করে চলে গেল অথবা একমুখি রাস্তায় বিপরীত দিকে চলল, অথবা এমন ভীড়ের মাঝে দ্রুতগতিতে চালাল যেখানে ধীরে চালানোটাই কাম্য, অথবা অননুমোদিত জায়গায় গাড়ি থামিয়ে রাখল, এরপর গাড়ি সামনে বা পেছনে নিয়ে গেল, অথবা ফোনে কথা বলতে ব্যস্ত হয়ে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল, এ সকল অবস্থায় গাড়ির কারণে যা ক্ষতি হবে, কোন সন্দেহের অবকাশ ছাড়া চালক ক্ষতির দায় বহন করবে। যেহেতু সে ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন করেছে। আর সরাসরি সংঘটক সর্বাবস্থায় ক্ষতিপূরণ বহন করে। সুতরাং অন্যায় ব্যবহার করলে ক্ষতিপূরণ বহনের বিষয়টি আরো স্বাভাবিক, যেমনটা উল্লিখিত মূলনীতির আলোকে তা স্পষ্ট হয়েছে।

৬২. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: আল-খাতীব, "মাসউলিয়্যাতু সাইকিস সাইয়্যারাহ", পৃ. ১৭১-১৭৮

৬৩. উসমানী, *বুহূসুন ফী কাযায়া ফিকহিয়্যাতিন মু'আসিরা*, পৃ. ৩১১

কিন্তু ট্রাফিক আইন মেনে চলা এবং অন্য কারো কষ্ট বা ক্ষতি না করার বিষয়টি লক্ষ্য রাখা সত্ত্বেও যদি ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যায়, সে ক্ষেত্রে কী বিধান হবে?

এক্ষেত্রে অগ্রগণ্য মত হলো- চালকই ক্ষতিপূরণ বহন করবে এই যুক্তিতে যে, ক্ষতির সরাসরি সংঘটককে ক্ষতিপূরণ বহন করতে হবে। রাস্তার সুবিধা ভোগ করা যদিও চালকের অধিকার; তবুও এ জন্য শর্ত হলো- ক্ষতির আশংকামুক্ত থাকা এবং অন্যের কষ্ট ও ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকা। যখন অন্যের ক্ষতি করা থেকে সে নিজেকে বাঁচাতে পারল না অর্থাৎ বিষয়টি তার আওতার বাইরে গিয়ে, ক্ষতি সংঘটনের অন্য কোন কারণ ঘটাল, তাহলে পরবর্তী কারণটিই ক্ষতি সংঘটনের কারণ হিসেবে ধর্তব্য হবে। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা নিম্নরূপ:

১. চালক যদি খুব সতর্কতার সাথে ট্রাফিক আইন পুরোপুরি মেনে চলে, এরপর গাড়ির নিকট দূরত্বে (যেমন এক মিটার) কেউ অপরকে ধাক্কা দিল অথবা কোন আসবাবপত্র ফেলে রাখল, আর চালক সেটাকে ধ্বসিয়ে দিল, তাহলে মালিকী ও শাফিয়ী মাযহাবের ফকীহদের মতে, চালক ক্ষতিপূরণ দেবে। কেননা তাঁদের মতে, জন্তু কর্তৃত্ব ছাড়া হয়ে গেলে সে কারণে ক্ষতিপূরণ রহিত হয় না। তবে ইচ্ছাকৃত ক্ষতি করার গোনাহ হয় না।[৬৪] আর সরাসরি সংঘটক ক্ষতিপূরণ বহন করবে। অপরদিকে হানাফী ও হাম্বলী মাযহাবের ফকীহদের মতে, চালক ক্ষতিপূরণ বহন করবে না।

এ মাসআলায় হানাফী ও হাম্বলী মাযহাবের মতই প্রণিধানযোগ্য। এর কারণ হচ্ছে:

ক. ক্ষতি সংঘটনের শক্তি। এ অবস্থায় চালক সম্পূর্ণভাবে নিরূপায় এবং গাড়িও ইখতিয়ারহীন। আর ক্ষতির কারণ সংঘটক অন্যায় হস্তক্ষেপ করলে সে ক্ষতিপূরণ বহন করবে। আলোচ্য অবস্থায় যা ঘটানো হয়েছে এর চেয়ে বড় অন্যায় হস্তক্ষেপ আর কী হতে পারে, যার কারণে চালকের পক্ষে দুর্ঘটনা রোধ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে?!

খ. যুক্তি ও বুদ্ধির বিচারে চালককে আলোচ্য অবস্থায় ক্ষতির সংঘটক বলার সুযোগ নেই। কেননা দুর্ঘটনা ঘটানোর ক্ষেত্রে ধাক্কা দেয়া ব্যক্তির ভূমিকা আরোহীর চেয়ে অনেক বেশি। সুতরাং এখানে ধাক্কা দেয়া ব্যক্তিই ক্ষতির সংঘটক। সুতরাং তার উপরই ক্ষতিপূরণের দায় বর্তাবে।

গ. ধাক্কা দেয়া ব্যক্তি এ অবস্থায় অন্যায় আচরণ করেছে। চালক অন্যায় আচরণ করেনি। আর যে অন্যায় আচরণ করে সে ক্ষতিপূরণ বহন করবে।

৬৪. কারাফী, *আয যাখীরা*, খ. ১২, পৃ. ২৬৬; রাফিয়ী, *আল আযীয*, খ. ১১, পৃ. ৩৩১; রমালী, *নিহায়াতুল মুহতাজ*, খ. ৮, পৃ. ৩৯

২. যদি চালক সিগন্যালে গাড়ি থামিয়ে সবুজ সিগন্যালের অপেক্ষা করতে থাকে, এসময় পেছন থেকে যদি কোন বাহন এসে এ গাড়িকে ধাক্কা দেয়, যার ফলে এ গাড়ি সামনের গাড়িকে ধাক্কা দেয়, তাহলে এ কারণে যা ক্ষতি হবে তা বহন করবে প্রথম ধাক্কা দেয়া গাড়ি। কেননা এ অবস্থায় থামিয়ে রাখা গাড়ির চালক ক্ষতির কারণ ঘটিয়েছে বলা সম্ভব নয়।

এ মাসআলাটির পূর্বনমুনা হল সেই আরোহী, যার জন্তুকে আরেকজন খোঁচা দেয়ার কারণে সেই জন্তু অপরের কোন ক্ষতি করেছে। এ অবস্থায় ফকীহদের সকলের মতে, যে খোঁচা দিয়েছে সে ক্ষতিপূরণ দেবে; আরোহী নয়।[৬৫] আল-লাজনাতুদ দায়িমা লিল বুহুসিল ইলমিয়্যা ওয়াল ইফতা, সৌদী আরবও এ মতটিকেই গ্রহণ করেছে।[৬৬]

এ অবস্থায় প্রথম ধাক্কা দেয়া গাড়ির যা ক্ষতি হয়েছে তা বিনিময়শূন্য বলে ধর্তব্য হবে। ধরে নেয়া হবে, সে নিজ সম্পদ নষ্ট করেছে। পূর্বে উল্লেখিত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর আছার এ মতকে আরও শক্তিশালী করে।

৩. যদি গাড়ি ক্ষতির আশংকামুক্ত থাকে, গাড়ির দেখভাল করার বিষয়ে চালকের কোন অবহেলা না থাকে, চাকা ও ব্রেক সবই ঝুঁকিমুক্ত থাকে, আর স্থান অনুপাতে গাড়ির গতি থাকে স্বাভাবিক এবং চালক যদি কোন অন্যায় ব্যবহার বা নিয়মলঙ্ঘন না করে গাড়ি চালায়, এরপরও গাড়ির কোন চাকা খুলে গিয়ে গাড়ি রাস্তা থেকে সরে যায় অথবা উল্টে যায় আর এর ফলে কোন জানমালের ক্ষতি হয়, তাহলে চালককে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

এর পূর্বনমুনা হল সেই জন্তু, যা নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত হয় এবং আরোহীর কর্তৃত্বের বাইরে চলে যায়, সে ক্ষেত্রে আরোহী ক্ষতিপূরণ বহন করবে না। যেহেতু এতে আরোহীর কোন ত্রুটি নেই, তাই সে ক্ষতির কারণ ঘটিয়েছে বলার সুযোগ নেই। তবে কারো কারো মত হলো, আরোহী ক্ষতি সংঘটনের কারণ ঘটিয়েছে। তাই সে ক্ষতিপূরণ দেবে।

৪. গাড়ি যদি ভালভাবে সচল না হয়, সে কারণে চালক অন্যকে গাড়িটি সচল করার জন্যে সামনে পেছনে ধাক্কা দিতে বলে, এ অবস্থায় সে গাড়ির কারণে কারো জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হয় তবে উভয়ে মিলে ক্ষতিপূরণ দেবে। এর পূর্বনমুনা হল সকল ফকীহের মতে, জন্তু কোন ক্ষয়ক্ষতি করলে কোচোয়ান ও আরোহী উভয়ে সম্মিলিতভাবে ক্ষতিপূরণ দেবে।[৬৭] জন্তুর কোচোয়ান হল এ অবস্থায় ধাক্কা দেয়া

৬৫. আল-ফারগানী, *আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়্যা*, খ. ৬, পৃ. ৫১; আল-কারাফী, *আয যাখীরা*, খ. ১২, পৃ. ২৬৫; রামলী, *নিহায়াতুল মুহতাজ*, খ. ৮, পৃ. ৩৯; ইবনু কুদামা, *আল মুগনী*, খ. ১২, পৃ. ৫৪৪

৬৬. *মাজাল্লাহ ইসলামিয়্যা*, সংখ্যা. ২৬, ১৪০৯-১৪১০ হি.।

৬৭. আশ-শায়বানী, *আল মাবসূত*, খ. ২৭, পৃ. ৪; আল-কারাফী, *আয যাখীরা*, খ. ১২, পৃ. ২৬৪; ইবনু কুদামাহ, *আল মুগনী*, খ. ১২, পৃ. ৫৪৫

ব্যক্তির ন্যায়। আর জন্তুতে আরোহী ব্যক্তি হল আলোচ্য অবস্থায় গাড়ির চালকের ন্যায়। সুতরাং তারা উভয়ে ক্ষতিপূরণ দেবে।

কারো কারো মতে, ক্ষতিপূরণ শুধু আরোহী অর্থাৎ গাড়ির চালক প্রদান করবে। এটি শাফিয়ী মাযহাবের মত অনুসারে কিয়াসের দাবি।[৬৮] কেননা চালক ও আরোহীর কর্তৃত্ব গাড়ি ও জন্তুর ক্ষেত্রে বেশি। এটিই অগ্রগণ্য মত। কেননা চালকের পক্ষে ব্রেকের মাধ্যমে গাড়িকে থামিয়ে দেয়া সম্ভব ছিল। তাছাড়া যে ধাক্কা দিচ্ছে সে তো গাড়ির সামনে কী আছে তা দেখতে পাচ্ছে না। তবে যদি ঐ ব্যক্তি সামনে থেকে ধাক্কা দেয় তাহলে উভয়ে মিলে ক্ষতিপূরণ দেবে, যেমনটা অন্য সকল ফকীহের মত।

৫. যদি কেউ কোন গাড়ি চুরি করে, জবরদখল করে, ধার নেয়, ভাড়া নেয় অথবা বন্ধক নেয়, এরপর গাড়ির মাধ্যমে কোন প্রাণহানি বা সম্পদের ক্ষতি করে, তাহলে সে ক্ষতিপূরণ দেবে। মালিক ক্ষতিপূরণ দেবে না। তবে এ ক্ষেত্রে পূর্বের সকল মূলনীতির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। এর কারণ, গাড়ি এখন তার অধীন; মালিকের অধীন নয়। সে-ই এখন গাড়ি চালাচ্ছে, গাড়ির দেখাশোনা ও সংরক্ষণ তার দায়িত্ব।[৬৯]

৬. যদি কেউ লাল সিগন্যাল অতিক্রম করে কোন ব্যক্তি বা গাড়িকে ধাক্কা দেয়, তাহলে শাসকের অনুমোদিত আইন লঙ্ঘনের কারণে সে অপরাধী সাব্যস্ত হবে। পাশাপাশি অন্যের ক্ষতি করার কারণেও সে গোনাহগার হবে। যে মানুষ বা সম্পদের ক্ষতি হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ সে বহন করবে। কেননা সে সরাসরি ক্ষতির সংঘটক। যে সরাসরি ক্ষতি ঘটায় সে অন্যায় ব্যবহার না করলেও ক্ষতিপূরণ দেয়। আলোচ্য অবস্থায় চালক অন্যায় করেছে, সুতরাং তার ক্ষতিপূরণ বহন করতে হবে।

যদি উভয়ে অন্যায় হস্তক্ষেপ করে, উভয়ে লাল সিগন্যাল ক্রস করে একে অপরের সাথে সংঘর্ষ বাঁধিয়েছে, তাহলে প্রত্যেকে অপরের সম্পদের ক্ষতির দায় বহন করবে। আর প্রত্যেকের আকিলা অপরের শারীরিক যে ক্ষতি হয়েছে তার দায় বহন করবে।

৭. কেউ নিজ পথে গাড়ি চালাচ্ছে, এরপর পেছন থেকে কেউ তাকে ধাক্কা দিল, তাহলে পেছনে থাকা ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ দেবে। কেননা পেছনের ব্যক্তি ধাক্কা দিয়েছে আর সামনে থাকা ব্যক্তি ধাক্কার শিকার হয়েছে। পেছনে থাকা ব্যক্তি যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা তার গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে তা হবে বিনিময়শূন্য। কেননা সে নিজেই নিজের ও নিজ গাড়ির ক্ষতি করেছে।[৭০]

৬৮. সুলায়মান আল-বুজাইরিমী, *তাজরীদ লিনাফইল আবীদ [হাশিয়াতুল বুজায়রীমী আলা শরহিল মানহাজ]*, (কায়রো: মাতবাআতু মুস্তাফা আল-বাবী আল-হালবী, ১৩৪৫হি.), খ. ৪, পৃ. ২৪৫

৬৯. আল-বুজায়রিমী, *হাশিয়াতুল বুজায়রীমী আলা শরহিল মানহাজ*, খ. ৪, পৃ. ২৪৪

৭০. ইবন কুদামাহ, *আল মুগনী*, পৃ. ১২, পৃ. ৫৪৬

৮. গাড়ির চালক অপ্রাপ্তবয়স্ক হলেও ক্ষয়ক্ষতির দায় অর্থাৎ দিয়্যাত ও ক্ষতিপূরণ বহন করার ক্ষেত্রে সে প্রাপ্তবয়স্কের বিধানের অন্তর্ভুক্ত হবে। সে গাড়ি চালনায় অন্যায় করুক বা না করুক- বিধান অভিন্ন। কেননা, অপ্রাপ্তবয়স্কের ইচ্ছাকৃত অন্যায়ের বিধান ভুল বলে ধর্তব্য হবে; বিনিময়শূন্য বলে ধর্তব্য হবে না। যদিও অন্যায় করলেও তার কাজকে গোনাহ বলা যায় না। চার ইমাম-ই এ বিষয়ে একমত। অপ্রাপ্তবয়স্ক যে ক্ষয়ক্ষতি ঘটায় তার কারণে সে ক্ষতির দায় বহন করবে- এ সম্পর্কে ফকীহদের নিম্নোক্ত বক্তব্যসমূহ উল্লেখযোগ্য।

হানাফী মাযহাবের ফকীহ ইবনু নুজাইম [মৃ. ৯৭০ হি.] রহ. বলেন, লেনদেন নিষিদ্ধ বালককে তার কাজের কারণে পাকড়াও করা হবে। সুতরাং যে সম্পদ সে নষ্ট করবে তার ক্ষতিপূরণ সে দেবে। আর যদি সে কাউকে হত্যা করে তাহলে দিয়্যাত বহন করবে তার আকিলা।[৭১]

শাফিয়ী মাযহাবের ফকীহ আবুল হুসাইন আল'উমরানী [৪৮৯-৫৫৮ হি.] রহ. বলেন, এটি প্রতিষ্ঠিত যে, শিশু ও পাগল যদি অন্যের সম্পদ নষ্ট করে, তাহলে তাদের জন্যে ক্ষতিপূরণ দেয়া আবশ্যক হয়।[৭২]

ফকীহ ইবনু কুদামা আলহাম্বলী [৫৪১-৬২০ হি.] রহ. বলেন, শিশু ও পাগলের ক্ষেত্রে সেই বিধান প্রযোজ্য, যা বোধহীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অন্যের অনুমতি ছাড়া কোন সম্পদ নষ্ট করলে ক্ষতিপূরণ দেয়া সবার জন্য আবশ্যক।[৭৩]

সুতরাং অপ্রাপ্তবয়স্ক চালক যদি অন্যের কোন ক্ষতি করে, যদি ক্ষতির শিকার বস্তুটি হয় সম্পদ, তাহলে তার সম্পদ থেকে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। আর যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় কোন মানুষ, তাহলে তার দায় বহন করবে তার আকিলা।

৯. মুখোমুখি সংঘর্ষ হওয়ার আলোচনায় ফকীহগণ দুই অশ্বারোহী ও দুই জাহাজের সংঘর্ষের বিষয়টি আলোচনা করেছেন। তাঁরা বলেন, যদি দুই অশ্বারোহীর মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়, তাহলে প্রত্যেকে অপরের প্রাণহানি, পশু বা সম্পদের যা ক্ষতি হয়েছে তার দায় বহন করবে। আর যদি দুই জাহাজের সংঘর্ষ হয়, তাহলে প্রত্যেক জাহাজ অপর জাহাজে থাকা জানমালের ক্ষতির দায় বহন করবে। এ বিষয়ে ফকীহগণ আরও বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। তবে ক্ষতিপূরণ বহনের অংশ নিয়ে ফকীহদের দুটি মত রয়েছে।

৭১. ইবনু নুজাইম, *আল আশবাহ ওয়ান নাযাইর*, পৃ. ৩০১; দ্রষ্টব্য: ইবনু আবিদীন, *আদ দুররুল মুখতার*, খ. ৬, পৃ. ১৪৬

৭২. আবুল হুসাইন ইয়াহইয়া আল-উমরানী, *আল বায়ান শরহ আল-মুহাজ্জাব* (জিদ্দাহ: দারুল মানহাজ, ১৪২১হি.), খ. ৬, পৃ. ২৩৩

৭৩. *আল মুগনী*, খ. ৬, পৃ. ৬১১; বাহুতী, *শরহ মুনতাহাল ইরাদাত*, খ. ৪, পৃ. ১৭০; দাসূকী, *আশ শারহুল কাবীর*, খ. ৪, পৃ. ৪৮০

প্রথম মত হানাফী ও হাম্বলী মাযহাবের ফকীহদের:[৭৪] প্রত্যেক সংঘর্ষকারী অপরের যে সম্পদের ক্ষতি হয়েছে তার দায় বহন করবে। আর দিয়্যাত বা আঘাতের দায় বহন করবে প্রত্যেকের আকিলা। এর পক্ষে দলিল হিসেবে তাঁরা বলেন:

ক. পারস্পরিক সংঘর্ষে যারা নিহত হয়েছে নিহতদের ক্ষতিপূরণের দায় প্রতিপক্ষের উপর বর্তাবে। যেমন যদি সে তার বাহন দাঁড় করিয়ে রাখতো, আর সে অবস্থায় অপরজন তাকে আঘাত করতো, তাহলে তো একই বিধান হতো। এরপর দেখা হবে, প্রত্যেকের কাছে কী পরিমাণ সম্পদ বা আসবাবপত্র রয়েছে। এরপর সে সম্পদ থেকে প্রত্যেকে অপরকে ক্ষতিপূরণ দেবে। আকিলার সম্পদ থেকে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে না।

খ. আলী রা. থেকে বর্ণিত, দুজন ব্যক্তির প্রত্যেকে অপরকে আঘাত করেছিল। এরপর প্রত্যেকে অপরের দিয়্যাত বহন করেছে।[৭৫]

দ্বিতীয় মত মালিকী ও শাফিয়ী মাযহাবের ফকীহদের: প্রত্যেকে অপরের অর্ধেক ক্ষতির দায় বহন করবে। আর প্রত্যেকের আকিলা বহন করবে অপরের দিয়্যাতের অর্ধেক অংশ। এর পক্ষে তাঁরা বলেন, প্রত্যেকে মারা গিয়েছে নিজের ও অপরের সংঘর্ষের কারণে। সুতরাং নিজের কারণে যা ঘটেছে সেটা হবে বিনিময়শূন্য। অতএব অপরের কারণে ঘটে যাওয়া ক্ষতির অর্ধেকের দায় বর্তাবে।

তবে দু'টি মতের মধ্যে মালিকী ও শাফিয়ী মাযহাবের মতটিই অধিক সঙ্গতিপূর্ণ। কেননা উভয় সংঘর্ষকারীই মারা গিয়েছে। সুতরাং তার রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে অন্যের বোঝা বাড়ানো এবং নিকট বা দূরবর্তী আকিলার জন্যে এ বোঝা বহন না করাই অধিক যুক্তিসম্মত।

তবে বাস্তবতা হলো, সংঘর্ষের বিষয়টি আরও বিশদ বিবরণ ও আলোচনার দাবি রাখে। পূর্বসূরী ফকীহগণ যে আলোচনা করেছেন নিঃসন্দেহে তা সে সময়ের উপযোগী ছিল। বর্তমান সময়ের পরিস্থিতি ও বাস্তবতা পাল্টে গেছে। তাই এ মাসআলায় একাধিক ধরন আলোচিত হওয়ার অবকাশ রাখে।

এক: রাস্তা যদি এক লেনের হয় এবং যাওয়া বা আসার জন্যে আলাদা কোন চিহ্ন না দেয়া থাকে, দুর্ঘটনার সময় রাত হয় এবং এমন কোন প্রমাণ না থাকে যে, দুজনের কে গাড়ি চালানোর ক্ষেত্রে অন্যায় আচরণ করেছে, তবে উভয়ে ক্ষতিপূরণ দেবে।

[৭৪]. ইবনু কুদামাহ, *আল মুগনী*, খ. ১২, পৃ. ৫৪৫; মানসূর আল-বাহুতী, *কাশশাফুল কিনা* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৮হি.), খ. ৬, পৃ. ৮

[৭৫]. আবদুর রাযযাক, *মুসান্নাফ*, খ. ১০, পৃ. ৫৪, (১৮৩২৮); ইবনে আবী শায়বা, *মুসান্নাফ*, খ. ৫, পৃ. ৪২৩, (২৭৬২৩)

কেননা প্রত্যেকে দুর্ঘটনা ঘটানোর ক্ষেত্রে সরাসরি সম্পৃক্ত। তবে ক্ষতিপূরণ দেয়ার ক্ষেত্রে ক্ষতির প্রভাব কমানোর যুক্তিতে মালিকী ও শাফিয়ী মাযহাবের ফকীহদের মত গ্রহণ করাই অধিক যুক্তিসঙ্গত হবে।

যদি এক্ষেত্রে কোন প্রমাণ বা সূত্র পাওয়া যায়, যার মাধ্যমে একজনের ভুল চালানোর বিষয়টি প্রমাণিত হয়, যেমন এই রাস্তাটি ছিল চিহ্নযুক্ত আর প্রমাণ সাব্যস্ত করে যে, একজন গাড়ি নিয়ে বিপরীত লেনে চলে গেছে, এরপর অপর গাড়ির সাথে সংঘর্ষ হয়েছে, তাহলে যে সম্পদের ক্ষতি হবে তার দায় বহন করবে বিপরীত লেন থেকে আসা ব্যক্তি, যদি সে জীবিত থাকে। আর মারা গেলে তার সম্পদ থেকে ক্ষতিপূরণ বহন করা হবে। আর যে প্রাণহানি ঘটবে তার দিয়্যাত বহন করবে তার আকিলা। যেহেতু এ চালক সরাসরি ক্ষতির সংঘটক। আর যে সরাসরি ক্ষতি সংঘটক সে অন্যায় আচরণ না করলেও ক্ষতির দায়ভার বহন করে। যেমনটা ক্ষতির দায় বহনের বিশেষ মূলনীতির প্রথম মূলনীতিতে আলোচিত হয়েছে।

দুই: যদি রাস্তা হয় দু'সারির আর কোন গাড়ি দ্রুতগতির কারণে নিজ লেন ছেড়ে বাঁ দিকে চলে যায়, এরপর কোন গাড়ির সাথে সংঘর্ষ হয়, তাহলে পূর্বে উল্লেখিত বিধান অনুসারে জানমালের যে ক্ষতি হবে লেন পরিবর্তনকারী তার ক্ষতিপূরণ দেবে, যেহেতু সে সরাসরি ক্ষতির সংঘটক। আর যে সরাসরি দুর্ঘটনা ঘটায় সে দায় বহন করে, যেমন প্রথম মূলনীতিতে আলোচিত হয়েছে।

তিন: ইচ্ছাকৃতভাবে দুটি গাড়ির মাঝে পরস্পর সংঘর্ষ হলে, যদি একজন মারা যায় অপরজন থেকে কিসাস নেয়া হবে। কেননা প্রবল ধারণা এটাই যে, সংঘর্ষের কারণেই অপরজন নিহত হয়েছে। আর যদি উভয়ে মারা যায় তাহলে কোন কিসাস নেয়া হবে না, যেহেতু কিসাস প্রয়োগের ক্ষেত্র নেই। আর যদি একজন ইচ্ছাকৃত অপরজনের ভুলবশত সংঘর্ষ বেঁধে যায়, তাহলে প্রত্যেকের বিধান আলাদা আলাদা হবে।

১০. যদি কারো গাড়ি নিজ মালিকানাধীন জায়গায় বা নিজ বাড়ির সামনে বা গাড়ি পার্কিংয়ের অনুমোদিত স্থানে বা প্রশস্ত সড়কের পাশে থেমে থাকে এবং এ অবস্থায় একটি চলন্ত গাড়ি এসে তাকে আঘাত করে, তাহলে চলন্ত গাড়ির চালক তার আঘাতের কারণে থেমে থাকা গাড়ির যে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ বহন করবে। কেননা সে অন্যায়ভাবে গাড়ি চালিয়েছে।

যদি মালিকানাধীন জায়গার বাইরে কোন সংকীর্ণ পথে বা ভীড়ের মাঝে অননুমোদিত স্থানে গাড়িটি থেমে থাকে, তাহলে উভয়ে ক্ষতিপূরণ বহন করবে, যেহেতু প্রত্যেকেই গাড়ি ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্যায় আচরণ করেছে। থেমে থাকা গাড়ি থেমে থাকার মাধ্যমে অন্যায় করে ক্ষতি সংঘটনের সহায়ক হয়েছে আর চলন্ত গাড়ি তো স্বয়ং সংঘটক।

আরেকটি মত হল, চলন্ত গাড়ির চালকই ক্ষতিপূরণ দেবে। কেননা সে সরাসরি ক্ষতি সংঘটন করেছে। আর যখন কোন দুর্ঘটনায় দুজন একত্রিত হয়, যার একজন সরাসরি দুর্ঘটনা সংঘটন করে আর অপরজন ক্ষতি সংঘটনের কারণ হয়, তখন দুর্ঘটনার বিধান

(অর্থাৎ ক্ষতিপূরণ) আরোপিত হবে যে সংঘটন করেছে তার প্রতি।[৭৬] তবে এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, থেমে থাকা গাড়ির চালক ক্ষতিপূরণ দেবে। কেননা সে ক্ষতি সংঘটনের কারণ এবং অন্যায় ব্যবহারকারী। এই শেষোক্ত মতের ভিত্তিতেই ফতোয়া প্রদান করেছে আল লাজনাতুদ দায়িমা লিল বুহুসিল ইলমিয়্যা ওয়াল ইফতা, সৌদী আরব।

তবে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মত হলো, উভয়ে ক্ষতির দায় বহন করবে। কেননা প্রত্যেকে নিজ ক্ষেত্রে অন্যায় ব্যবহার করেছে। লাজনার দেয়া মতেও এ মতের সামান্য আভাস রয়েছে।

১১. যদি গাড়ি পণ্য বা মানুষবোঝাই থাকে, এরপর চালক তীব্রগতিতে গাড়ি চালায় এবং গাড়ির সামনে থাকা কাউকে ক্রস করার জন্যে অথবা সামনে গর্ত দেখার কারণে হঠাৎ ব্রেক করে, ফলে গাড়ি থেকে কোন পণ্য বা মানুষ পড়ে যায়, তাহলে চালক ক্ষতিপূরণ বহন করবে। কেননা, তার অন্যায় আচরণের কারণেই ক্ষতিটি সংঘটিত হলো।

যদি কেউ পালানোর উদ্দেশ্যে গাড়ি থেকে লাফ দেয়, এ কারণে তার কোন অঙ্গহানি ঘটে কিংবা ভেঙ্গে যায় অথবা সে মারা যায়, তাহলে চালক ক্ষতিপূরণ দেবে না। যেহেতু চালক এক্ষেত্রে ক্ষতির কারণ হলেও পলায়নপর ব্যক্তিই সরাসরি নিজের ক্ষতি সম্পাদন করেছে। আর যখন কোন ক্ষতি সম্পাদনের ক্ষেত্রে একজন হয় কারণ, আর অপরজন সরাসরি তা সম্পাদন করে, তখন যে ক্ষতি সম্পাদন করে ক্ষতির দায়ভার সে বহন করে, যেমন পূর্বে মূলনীতিতে আলোচিত হয়েছে।

এ জাতীয় নমুনা ও উদাহরণের কোন শেষ নেই। এ পরিসরে যে মূলনীতিগুলো উল্লেখ করা হয়েছে উল্লিখিত নমুনাগুলো তার প্রায়োগিক চিত্রমাত্র। এ ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের কর্তব্য, কোন দুর্ঘটনার সংবাদ পেলে সেখানে সূক্ষ্মদৃষ্টিতে অনুসন্ধান চালানো এবং বিস্তারিত তদন্ত করা। পাশাপাশি বিচারকের কর্তব্য, রায় দেয়ার ক্ষেত্রে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবে সবকিছু পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণ করে ফয়সালা দেয়া।

উপসংহার

ইসলামী শরীআহ ড্রাইভিং-এর যে নীতিমালা প্রণয়ন করেছে তা পরিপূর্ণ ও সামগ্রিক। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহে বর্ণিত দিক-নির্দেশনার আলোকে ফকীহগণ এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। যা থেকে বর্তমান সময়ের যান্ত্রিক বাহন চালনার বিধি-বিধান অভিযোজন করার মাধ্যমে আধুনিক সমাজের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ও সমন্বিত ড্রাইভিং আইন প্রণয়ন করা সম্ভব। এক্ষেত্রে শরীআহর মূল বিবেচ্য নীতি হলো, মাসালিহ মুরসালা বা জনকল্যাণ। যেসব বিধান শরীআহর মৌলিক নীতির পরিপন্থী নয় এমন বিষয়কে মানবতার কল্যাণে প্রয়োগ করা ও তাকে বিধান হিসেবে নির্ধারণ করা যে কোন সমাজের আইনের উৎস হিসেবে গণ্য।

[৭৬]. সুয়ূতী, *আল আশবাহ ওয়ান নাযাইর*, পৃ. ১৬২; ইবনু নুজাইম, *আল আশবাহ ওয়ান নাযাইর*, পৃ. ১৮৭